উষানিরুদ্ধ নাটক।

শ্রীমণিমোহন সরকার

প্রণীত।
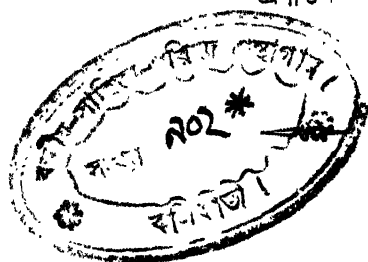
কলিকাতা।

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সন ১২৬৯।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে উক্ত যন্ত্রালয়ে, কলিকাতা ছোট আদালতে অথবা দর্জ্জিপাড়া ২ নং নিলমণি সরকারের লেনে তত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

মূল্য ৸৹ বারোআনা মাত্র।

গ্রন্থার্পণ।

মহামহিম শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ।

মহোদয়েষু।

আপনি স্বীয় প্রযত্ন ও পরিশ্রম বর্ণিত সাবিত্রি ও মালতীকে যে প্রকার প্রযত্ন সহকারে আপন আশ্রয়ে স্থান দিয়া সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে-ছেন, পতি পরায়ণা কামিনীগণের গৌরব বৃদ্ধি ও গুণকীর্ত্তণ করা ভবাদৃশ মহল্লোকের কার্য্য বিবে-চনা করিয়া বিরহ কাতরা রাজবালা উষারে চরমকাল অতি বাহিত করিবার জন্য আপনার করেই সমর্পণ করিলাম, আপনি স্বীয় ঔদার্য্য-গুণে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক এ অধীনকে চরিতার্থ করিবেন।

শ্রীমণিমোহন সরকার।

পুরুষ।

বাণ রাজা	... .	শনিদপুর অধিপতি।
বসন্তক	.. ...	বিদূষক রাজার সহচর।
অনিরুদ্ধ	... .	নায়ক কামদেবের পুত্র।
বলদেব	... ..	দ্বারকাধিপতি।
কামদেব	... .	শ্রীকৃষ্ণের পুত্র।
নারদ	.. ..	দেবঋষী।
কোটাল	.. ..	নগর রক্ষক।
কঞ্চুকি	.. ...	বৃদ্ধ অন্তঃপুর রক্ষক।

দুইজন দূত ও অনেক রণ বেশী।

স্ত্রীলোক।

রাণী	.. ..	বাণরাজ মহিষী।
ঊষা	... ..	নায়িকা বাণরাজ দুহিতা।
চিত্রলেখা, মদলেখা	... ..	রাজকন্যার সহচরী।
লবঙ্গিলা	.. ..	পরিচারিকা।

উষানিরুদ্ধ নাটক।

রাজসভা।
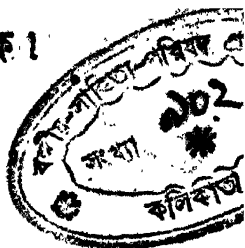
(চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে করিতে)
নটের প্রবেশ।

ইমন-কল্যাণ, ভেওট।

কি বা সুভক্ষণ !—
শতচন্দ্র সমুদিত যত গুণিগণ ॥
মনোসরসী সলিল, আশাকুমুদিনী ছিল,
পূর্ণরূপে প্রকাশিল, আপন লপন।
আনন্দ চকোরচয়, যেন সভামাঝে রয়,
কুআশা কুআশা শশী, নাহি চাকে যেন ॥

আহো, কি সৌভাগ্যের বিষয় ! এতদিনে আমার আশা-তরি পূর্ণকূলে অবতীর্ণ হ'ল। আমার এবং প্রেয়সী নটীর যেমন বাসনা ছিল, যে গুণিগণ সমাকীর্ণ স্থানে বহু পরি-শ্রমে শিক্ষিত, শ্রীযুক্ত মণিমোহন সরকার প্রণীত, উষানি-রুদ্ধ নাটকের অভিনয় করিব। আজ সে আশালতা ফল-বতী হ'ল। এখন শীঘ্র করে প্রিয়াকে ডাকি।

(নেপথ্যদিকে দৃষ্টি করিয়া)

প্রেয়সি! একবার ত্বরায় আমার কাছে এস।

(সংগীত করিতে করিতে নটীর প্রবেশ।)

ঝিঁঝিঁটি, আড়া-ঠেকা।

কামিনী অধীনী সদা সুখিনী ত নয়।
তা'না হ'লে মনানলে কেন তারা দয়॥
কোমল কমল দেহ, যৌবন সুখের গেহ,
পেয়ে সুখি নহে কেহ, মিছে সমুদয়।
যতনে জীবন মন, পরে করে সমর্পণ
মনোত্বঃখে জ্বালাতন, হয় নারী চয়॥

নট। আহাহা!—কি সুমধুর গান!—না হ'বেই বা কেন? ললনাকণ্ঠনিঃসৃত সুমধুরস্বরে যদি পুরুষ মানস মোহিত না কর্‌বে, তবে সংগীত বিদ্যার আলোচনাই বৃথা। প্রিয়ে! তোমার গান শুনে দেখ! সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছেন; কিন্তু অর্থেতেই বুঝি আমার সঙ্গে অনর্থ বাঁধ্‌ল। কামিনী সুখিনী নয়! একথা কেমন করে বল্লে?

নটী। বল্‌বনা কেন? যদি চিরকালই বিরহজ্বালাতে জ্বল্‌তে হয়, তবে আর সুখিনী কেমন করে?

নট। প্রিয়ে তুমি কি জাননা, যে যেখানে প্রণয় সেই খানেই বিচ্ছেদ; যেখানে বিচ্ছেদ সেই খানেই প্রণয়। বিচ্ছেদান্তে প্রণয় যে প্রকার সুখের হয়, সে কথা আর বল্‌বার নয়। তার দৃষ্টান্ত দেখ, উষা স্বপ্নে

অনিরুদ্ধের সঙ্গে মিলনান্তে বিচ্ছেদের সময় কত দুঃখ পেয়ে ছিল, তার পর মিলনে কত সুখী হ'ল, আবার রাজা ধরে নিয়ে গেলে কত আক্ষেপ করে ছিল, পুনরায় মিলনে কত সুখি হল। তা'নারী সদা জ্বালাতন হয় একথা বলা বাহুল্য।

নটী। আপনি সেই উষানিরুদ্ধ নাটকের কথা বলচেন আমায় যা'শিখিয়ে ছিলেন।

নট। প্রিয়ে! শুদ্ধ ও'র কথা বলচিনে, আজ সেইটির অভিনয় কত্তে হ'বে তাই বলচি, তুমি ত বলেছিলে যে দিন অনেক গুণি ব্যক্তি একত্র হ'বেন সেই দিন এই নাটকের অভিনয় কোর্ব্বে তা'আজ সেই দিন উপস্থিত হয়েচে, আমিও তার উৎযোগ করেছি, ঐ দেখ তোমার প্রিয়সঙ্গিনী রাজনন্দিনীর বেশ ধরে শয়ন মন্দিরে যাচ্চেন। তবে চল আমরাও নেপথ্যে যাই।

নটী। চলুন, আপনার যা'অভিরুচি।

(উভয়ের প্রস্থান)

[ইতি প্রস্তাবনা।]

উষানিরুদ্ধ নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

শনিদ পুর, রাজভবনান্তর্গত অন্তঃপুর উষার শয়নাগার।

উষা। (শয্যায় শয়ন করিয়া হস্ত দিয়া নেত্রদ্বয় মার্জ্জন করিতে করিতে) হায়! আমি এমন হলুম কেন! এইত, যেমন শুয়েচি, অম্‌নি ঘুমিয়ে পড়েচি, কেউ ত এখানে আসেনি, তবে কি স্বপ্নে দেখ্‌লেম! এখন সে মোনচোর কোথায়? আমার প্রাণ যে আর স্থির হয় না! কে যেন আমাকে বেঁধে আকর্ষণ কচ্চে। আহা! নিদ্রাবস্থায় কি সুখেই ছিলেম? সে জনের সঙ্গে কত কথাই কইলেম, কত পরিহাসই কল্লেম কিন্তু নয়ন উন্মীলন কর্ব্বামাত্রেই সব শূন্যময় হ'ল। কোথায় বা সেই হৃদয় বল্লভ, কোথায় বা তাঁহার অনুপম লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি, কোথায় বা তাঁহার চাঁদ মুখের মৃদু মৃদু হাসি, সমস্ত এককালে কোথায় গেল। এখন তার চিহ্ন মাত্র নাই যেমন সুয়ে ছিলেম তেম-নিই উঠলেম। রে পোড়াঘুম! তুই কি অবলা বালার প্রাণ বধবার জন্যে কাল হয়ে এসেছিলি? আর যদি এসেছিলি ভালই হয়েছিল, কেন এখ-

নিই পালিয়ে গেলি? প্রাণনাথের সঙ্গে ছুদণ্ড কথাও কইতে দিলিনে, মনের সাধ ভাল করে পূর্ণ কত্তে পেলেম না। সুখ সন্ধ্যার আগমন মাত্রেই প্রভাতীয় পক্ষিরা প্রভাতসূচক সংবাদ দিলে। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) কৈ, রাত্‌ তো এখনো শেষ হয় নি। এই যে শশধর এখনও মধ্যস্থলেও আসেন নি, তা হ'লে কি জানলার দিকে আল আস্‌ত? হে নিদ্রে! তুমি কেন আমার নয়ন থেকে বিদায় হল্লে? রে নয়ন! তুই বুঝি ঘুম কে তাড়িয়ে দিলি! তাই প্রাণনাথ পাছে কটাক্ষশরে বিদ্ধ হন, সেই ভয়ে আগেই পালালেন। হে প্রাণেশ্বর! আমার অপ-রাধ মার্জ্জনা কর, একবার আমার নয়নপথে দেখা দেও, তাহলেও কতক সুস্থা হ'তে পারি। প্রাণনাথ নিদ্রাবস্থাতেই এসে ছিলেন, জাগ্রতাবস্থায় আস-বেন কেন পাছে আমি তাঁরে ধরে রাখি। হে প্রাণ বল্লভ! ভয় কি, আমার বাহু পাশ কি এত কঠিন, হৃদয় পিঞ্জর কি এত ক্লেশ কর। যদি তোমার এত ভয় ছিল, তবে কেন স্বপ্নাবস্থায় এসে আমার মন হরণ করিলে?

বেহাগ, আড়া-ঠেকা।

কোথা প্রাণনাথ তুমি করিলে গমন।
অধিনীরে কৃপাকরে দেহ দরশন॥
তুমি শশধর প্রায়, আমি চকোরিণী তায়,
এ ভাব কি শোভা পায়, মরি এ কেমন॥

কুলশীল মন প্রাণ, তোমারে করেছি দান,
কোথায় রহিলে প্রাণ, বিরহে করি অর্পণ ॥
একটু শোব কি? যদি ঘুম এসে (শয়ন করিয়া)
আর যখন বিরহ সন্তাপে দেহ দগ্ধ হ'তে লাগ্‌ল,
তখন কি আর ঘুম আসবে? (শয়ন)।

চিত্রলেখা ও মদলেখার প্রবেশ।

চিত্র। (মদলেখার প্রতি একদিকে) সজনি! এ কি বল্ দেখি এই মত্তর্ রাজকুমারী নিদ্রা গেলেন, এর মধ্যেই এমন করে কেঁদে উঠ্‌লেন কেন! ঘরে কেউ নেই ভয় পেয়েছেন বুঝি, এস আমরা শীঘ্র যাই।

মদ। তা'হলে কি তিনি কাকেও ডাক্‌তেন না? অবশ্যই ডাক্‌তেন, তা'দোরের কাছে দাড়িয়ে রইলে কেন? চলনা।

চিত্র। রোস এই খানে দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখি তিনি ফের ঘুমুলেন কি যেগে রইলেন।

উষা। (স্বগত) হা হৃদয়! তুমি কি একেবারে নিরাশা সমুদ্রে ডুব্‌লে, পোড়াচক্ষে কি ঘুম আর আস্‌বে না। হে জীবিতেশ্বর! তোমার মনে কি এই ছিল? সখীদের কি ডাক্‌ব?

মদ। সজনি! এই আমাদের বেশ যাবার সময়, যা'হোক ইনি কারে জীবিতেশ্বর বলচেন? ঘুমিয়ে বুঝি স্বপন দেখেছেন।

চিত্র। এস না গিয়ে শুনি (উষার সম্মুখে গিয়া) প্রিয় সখি! ভয় কি ভয় কি, এই যে আমরা এসেচি তুমি এমন কচ্চ কেন, এই আমরা দেখে গেলেম ঘুমুচ্ছেলে, এর মধ্যে কি হল ?

উষা। তোমরা এমন সময়ে কোথায় ছিলে।

অবলা কামিনী, তাহে একাকিনী,
দেখি ঘুমে অচেতন।
যেন একজন, পুরুষ রতন,
গৃহে দিল দরশন॥
হাসিয়ে হাসিয়ে, নিকটে বসিয়ে,
মৃদুস্বরে কহে মোরে।
কেন বিনোদিনি, সুখের যামিনী,
কাটাও ঘুমের ঘোরে॥
নবীন যৌবন, পেয়েছ যখন,
অবশ্য দিতেই হবে।
আমি দীনজন, করি আকিঞ্চন,
বিলম্ব কেনলো তবে॥

(গ্রীবাবনত করিয়া রহিলেন)

মদ। সখি, বল বল থাম্‌লে কেন ? তার পর কি হোল।

চিত্র। সজনি লজ্জা কি আমাদের কাছেও কি লজ্জা কত্তে হবে, বলনা ক্ষতি কি আছে !

উষা। কি বল্‌ব সখি, আমিত ভয়েলজ্জায় একেবারে জড়-

শড় হয়ে রইলেম। ভাবলেম ইনিকে, এখানে কেমন করেই বা এলেন, এঁর নামইবা কি? সহসা কথাও কইতে পারিনে, জিজ্ঞাসা কত্তেও পারিনে। (পুন নিরুত্তর)

মদ। আবার থাম্‌লে কেন বল না।

উষা। বারোঁয়া, ঠুংরি।

তবে শোন লো সজনি।
পাশেতে বসিল আসি সে গুণমণি ॥
করে দুটি কর ধরি, বলে উঠ প্রাণেশ্বরি.
হের লো করুণা করি যায় রজনী।
আমি লো অতিথি ঘরে,এসেছি ভিক্ষার তরে,
যৌবন ভাণ্ডার মোরে, দেহলো ধনি ॥
শুনেছি দানের ফলে, চতুর্বর্গ ফলফলে,
হের লো অপাঙ্গছলে মৃগনয়নি।
কি কব কপাল মোর, ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর.
পলাইল মনোচোর বধি অমনি ॥

চিত্র। সখি তা এতে চিন্তা কি, এত উতলা হও কেন? তাঁর কেমন মূর্ত্তি আমাকে বল, আমি যেখানে পাব এনে দেব।

উষা। সজনি! আমার প্রাণ কেমন কেমন কচ্চে, তোমরা ধর, দুরাত্মা কন্দর্পও কি এমন সময়ে বাদ সাধ্‌তে লাগলো? ঘৃতে আগুন লাগলেই কি পবন দ্বিগুণ বয়?

একে প্রাণেশ্বরের বিরহ সন্তাপে দগ্ধ হচ্চি, তাতে আবার মন্মথের কুসুমশর আমার হৃদয় বিদীর্ণ কত্তে লাগল, তবে আর কিসে সুস্থির হব। (ক্রমেং মূর্চ্ছা)

মদ। ও লো চিত্রলেখে! ধর ধর সজনী যে পড়ে জান, এ কি হোল এ কি হোল, এই যে কথা কইতে ছিলেন!

চিত্র। আমার ঐ পাখা খানা দে, তুই একটু জল নিয়ে আয়। (চিত্রলেখা ব্যজন, ও মদলেখা মুখে জল প্রদান করিতে লাগিল)।

মদ। সজনি উঠ উঠ, এমন হলে কেন! তোমাকে এরূপ দেখে প্রাণ স্থির হয় না, একবার উঠে তেম্‌নি করে আমাদের সঙ্গে কথা কও, ওলো চিত্রলেখে কি হবে কাকেও কি ডাক্‌ব? কোন উপায় যে দেখিনে।

চিত্র। মদলেখে স্থির হও, সজনী কিঞ্চিত উপশম হয়েছেন, তুমি একটু বাতাস কর (পাখা প্রদান) আমি একটু ভাল করে ডাকি,প্রিয়সখি আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি, কেন এমন করে ঢুলে পড়লে, এইত দিব্বি আমাদের সঙ্গে কথা কইতে ছিলে (উষার নয়ন উন্মীলন) এই যে চেয়েচেন সজনি বল দেখি তোমার প্রাণের ভেতর কেমন কচ্চে?

উষা। সখি একটু স্থির হও বল্‌চি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? মহারত্ন

হাতে এনে দিয়ে তায় হরে নিলে ? শেষে প্রাণ নিয়েও টানাটানি।

ভৈরবী, মধ্যমান।

ওলো প্রাণ সই, দুঃখ কি কব তোমায়।
প্রাণেশ বিরহে বুঝি প্রাণ বাহিরায়॥
যে অবধি তাঁর সনে, দেখা নয়নে নয়নে,
সে অবধি মনে মনে, সদা দেখি তাঁয়।
মনে সাধ করি সখি, এইবার ধরে রাখি,
অমনি সে প্রেমপাখি, কোথা উড়ে যায়॥

চিত্র। এত ভাবনাই কি ? দেখ যামিনী বিভাতা প্রায়, এখন এর উপায় কি স্থির কর্‌ব। সকাল সকাল স্নান ভোজন কর, তার পর স্থির হয়ে বসে পরামর্শ কর্‌ব এখন।

ঊষা। সজনি ততক্ষণ জীবিত থাক্‌লেত পরামর্শ করবে।

মদ। একেবারে এত উতলা হ'লে কি হবে বল, সে ব্যক্তি কে এখনো স্থির কত্তে পারা যায়নি, এরাত্রেই কেমন করে তাঁরে আনা যায়।

চিত্র। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) এই যে, রাত প্রভাত হ'ল, চন্দ্র প্রায় অস্তে গেলেন, আকাশে সুখতারা উঠেচে, পাখী সব গান কচ্চে, খিড়্‌কির বাগানে ফুল ফুটেচে, মন্দ মন্দ বাতাসে তার গন্ধ আস্চে, পূর্ব্বদিক্ ক্রমে ক্রমে আলো হয়ে এল।

নেপথ্যে ললিত, আড়া-ঠেকা।

এই যে প্রভাত হ'ল সুখময়ী বিভাবরী।
অস্তাচলে গেল শশী কুমদিনী পরিহরি ॥
যুবক যুবতীগণ, ঘুমে ছিল অচেতন,
প্রমাদ গণিছে তারা, সহসা প্রভাত হেরি।

মদ। ঐ শোন, গায়কগণ প্রভাত সূচক গান গাচ্চে।

চিত্র। সজনি প্রভাত হ'ল, এখন উঠ, আজ্ চল প্রমোদ বনের মহাদেবকে পুজা করে আসি। সেখানে বনের শোভা দেখেও এখন অনেক সময় কেটে যাবে।

উষা। তবে চল, আর শুয়ে থাকলে কি হবে? (উঠিতে উঠিতে) আঃ শরীরের সামর্থও কি একেবারে গেল। (যাইতে যাইতে) সখী সেই খানেই কি প্রাণনাথের আন্‌বার উপায় কর্‌বে?

মদ। মহাদেব আপনিই তার উপায় করবেন এখন।

(সকলের প্রস্থান)

উষানিরুদ্ধ নাটক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রমোদ কানন।

(একজন বৃদ্ধ কঞ্চুকী এক বৃহৎ বিল্ববৃক্ষের নিকটে বসে আছে উষার প্রবেশ।)

উষা। (একদিকে) এইত প্রমোদ বনে এলেম। কৈ চিত্রলেখা মদলেখাকে যে দেখ্‌তে পাই নে,! তারা কোথায় গেল, তাদের আগে পাঠিয়ে দে ভাল কাজ করিনে। ঐ তো বেলতলা দেখা যাচ্চে, ঐ বিল্বমূলে না স্বর্ণবেদিকায় মহারাজ পার্ব্বতীনাথকে স্থাপন করেছেন! আমায় ঐ খানেই ত যেতে হবে, তবে অল্পে অল্পে যাই। শরীরের ভরে চল্‌তেও পারিনে। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) সখীরে বুঝি এখনো আসে নি। (কঞ্চুকীকে দেখিয়া) এই যে প্রতিহারী তুমি এখানে কতক্ষণ?

কঞ্চু। আজ্ঞে চিত্রলেখা এই সকল পূজার সামগ্রী রেখে আমায় বল্লেন রাজনন্দিনীর আস্‌তে বিলম্ব আছে। তুমি এই খানে বস, আমি চিত্রশালা থেকে শীঘ্র আসি।

উষা। মদলেখা কোথায়?

কঞ্চু। তিনি এই খানে কোথায় ফুল তুল্‌ছেন।

উষা। তুমি যাও এঁদের দুজনকে ডেকে নিয়ে এস।

কঞ্চু। আপনার যা'অনুমতি হয়। এই আমি চল্লেম।

(কঞ্চুকীর প্রস্থান)

উষা। (স্বগত) এই ত আমার পূজা করবার বেশ সময় একবার নির্জ্জনে ভগবান ত্রিলোচনের নিকট পতি ভিক্ষা চাই।

(উপবিষ্ট হইয়া গলদেশে বস্ত্রদিয়া সচন্দন বিল্বদল গ্রহণ পূর্ব্বক)

আলেয়া, আড়াঠেকা।

তাঁরে ভাবরে অন্তরে মন মদনারী যেই জন।
বিচ্ছেদ যাতনা যা'বে হবে না রে জ্বালাতন॥
তাঁহার চরণ দ্বয়, যে জন শরণ লয়,
না থাকে স্মরের ভয়, নির্ভয় হয় জীবন।

(পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রণিপাত)

(একদিকে চিত্রলেখাও মদলেখার প্রবেশ।)

মদ। (চিত্রলেখার প্রতি) সখি! আজ একবার পূজার ধরণ দেখেচ, যেন ভক্তিসাগর উত্‌লে উঠেচে।

চিত্র। চুপ্ কর চুপ্ কর, পেছনথেকে দাড়িয়ে দেখা যাগ আরও কি হয়।

উষা। (স্বগত) হে ভগবন্! মদন-দমন-কারিন্! পোড়া-কন্দর্প আমাকে বড় যাতনা দিচ্চে, এ যাতনা তুমি

বই আর কেউ নিবারণ কত্তে পারবে না; যেহেতু কন্দর্পের কুসুমশরে যে প্রকার জ্বালাতন করে তা আপনি ভাল জেনেছেন, আমি অবলা তা'য় কুল-বালা আর কত যাতনা সহ্য কর্‌ব? আবার না হয় তাঁরে ভস্ম করুন, তা হ'লে আমার মত কত দুঃখিনী পতি বিরহিনী দিবারাত্রি আপনার পূজা কর্‌বে। কিম্বা আমার প্রাণেশ্বর কোথায় আমায় বলে দিন, তা'হ'লে আমি তাঁ'র কাছে গিয়ে শরণাগত হই। রাজা যদি রাজ্য প্রাপ্ত হয়ে তার প্রতিপালন না করেন তা হ'লে সে কেবল দস্যুদের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করা হয়। আমি প্রাণ-বল্লভকে যৌবন রাজ্যের রাজা করে হৃদয় সিংহাসনে স্থান দিলেম; কিন্তু তিনি এমন সুখ-কর রাজ্য ত্যাগ করে কোথায় রইলেন? এখন কন্দর্প দুরন্ত দস্যু এমন সোনার রাজ্য ছার খার কত্তে লাগ্‌ল, এ সময়ে তিনি এলে তার উপযুক্ত শাসন কত্তে পাত্তেন। আর দেখ কি আশ্চর্য্য রতিও ত আমাদের মত স্ত্রী লোক, পতি-বিরহ-যাতনা যে কেমন তা'ওতো সে ভাল জানে। তবে কি পতিকে বলে কয়ে এমন দুর্বৃত্তি থেকে ক্ষান্ত কত্তে পারে না। তা'র কি মনে নেই যে কত কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হয়ে ছিল। আর সেই বা এত যাতনা যান্‌বে কি করে, যথন স্বামী হারাহয়ে ছিল তখনতো আর কেউ তারে পঞ্চশরে জ্বরজ্বর করবার লোক ছিল না,

তথাপি তার বিবেচনা করা উচিত, যে একে পতি-বিচ্ছেদ-সন্তাপ, তার উপরে আবার মদনের জ্বালা-তন কত ক্লেশ কর হয়। (বক্ষঃস্থল দৃষ্টি করিয়া) এ কি দেখ্‌তে দেখ্‌তে পোড়া চকের জলে বুক ভেসে যেতে লাগলো যে, আমি এই শিবপূজা কচ্চি না কি? হে ভগবন্ অনাথ-নাথ! অধিনীর কিছু অপরাধ লবেন না, আজ এক মনে পূজা করা হ'ল না, আর মনেতেই মন নেই তা এক মনে পূজা কর্‌ব কি। সেই মনোচোর কেই কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে এত ফুল চন্দন নষ্ট কল্লেম! কিন্তু তাতে আমি বড অপ-রাধিনী হব না, কেন না মহাদেব আপনিই পার্ব্ব-তীকে বলেছেন পতিই স্ত্রী লোকের পরমগুরু, তা আমি আজ একেবারে উভয় গুরুকে পূজা কল্লেম।

সিন্ধু ভৈরবী, আড়াঠেকা।

কেন রে চঞ্চল এত মন, হেরিতে সে মুখচাঁদে।
অন্তরে ভাবিলে যারে, প্রাণ দিবানিশী কাঁদে॥
ছিলে মন মনোমত, হ'লে পর অনুগত,
পর প্রেমে সদা রত, ফেলিতে কলঙ্কফাঁদে।
জান না পরেরি করে, কত দুখ গেলে পরে,
অপযশ ঘরে পরে, দুঃখ পাবে সুখাস্বাদে॥

কৈ সখীরে যে এখনো এলোনা (পশ্চাদ্দিকে অবলোকন করিয়া) এই যে চিত্রলেখা, ভাই তোমাদের কি এই

পরিহাস করবার সময়। (উঠিয়া) আমি তোমাদের জন্যে কত ভেবে ভেবে অস্থির হচ্চি।

চিত্র। হাঁ! তুমি যাঁ'র জন্যে ভেবে ভেবে অস্থির হচ্চ তা' তো আমরা দাড়িয়ে দাড়িয়ে সব শুনলুম, আমাদের জন্যেই ভেবে ভেবে আর কেঁদে কেঁদে এই যে চোক্ষুদুটী রাঙা জবা ফুলের মতন হয়েচে।

উষা। সখি, তোমাদের জন্যেও কি আবার কাঁদ্‌তে হবে? যে কাঁদাচ্চে তারি জন্যে কাঁদ্‌চি।

মদ। আর বড় কাঁদতে হবে না।

উষা। (চিত্রলেখার প্রতি) সখি! কিছু কি উপায় করেছ?

চিত্র। হাঁ গো, দেখতে পাই তোমার যে আর তর শয় না।

(একখানি চিত্রপঠ দেখাইয়া) দেখ দেখি, এর মধ্যে কি কেউ আছে?

উষা। (দেখিয়া) এ যে দেবতাদের মূর্ত্তি দেখতে, পাই কৈ এর মধ্যে তো আমার মনোচোর নেই।

চিত্র। তবে ঐ লতাগৃহে এস ঐ খানে বসে দেখাচ্চি।

উষা। চল যাচ্চি!

(সকলে লতামণ্ডপ মধ্যে শিলাতলে বসিল)

চিত্র। আচ্ছা সখি এখানা দেখ দেখি।

উষা। (দেখিয়া) এ যে গন্ধর্ব্ব লোকের সকল ব্যক্তিকে দেখচি- না তিনি এর ভেতরেও নাই।

চিত্র। এ দুখানা চিত্রশালা থেকে এঁকে এনে ছিলেম, আচ্ছা তবে আরও আঁকি তুমি দেখ। (উষা সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলেন)।

মদ। এ না ভোজ রাজার বংশ? হাঁ সত্তিমত, সখি এতে কি কেউ আছে?

উষা। কৈ ত দেখতে পাইনে।

মদ। তবে ভাই সে তোমার মনগড়া, সত্তি সত্তি কারেও দেখলে অবশ্যই এতে পাওয়া যেত, দিনের বেলা বিয়ে বিয়ে, বর বর, করে করে ভাব কাজেই সেই গুণ রাত্তিরে স্বপ্নে দেখ্তে হয়।

চিত্র। এই বার পাওয়া যাবে তার কোন সন্দেহ নাই।

মদ। দেখ তোমার কপাল আর সখীর হাত যশ, মর তোমার হাত যশ আর সখীর কাপাল। (উষা মু-খের আবরণ টানিয়া দিলে) সখী কন্দর্পকে দেখে মুখ ঢাক্লে কেন, ও পোড়ার-মুখ বুঝি আর দেখ্বে না? না ওরে আপনার মুখ দেখাবে না।

উষা। সখী ইনিই কি কন্দর্প? এঁরে যে আমার এক জন গুরুজনের মধ্যে বোধ হচ্চে, তা'তেই মুখে ঘোম্টা দিলেম, আমার বোধ হয় এঁরও চেয়ে আমার প্রিয় জনের বয়েস আরও নবীন হ'বে।

মদ। মদনের চেয়েও কি আবার নবীন-পুরুষ আছে, গা।

চিত্র। প্রিয়সখী, দেখ দেখি এ কে।

উষা। (দেখিয়া আহ্লাদে) সজনি এই ব্যক্তিই আমার মনোচোর।

চিত্র। ইনি কে তা জান? কামদেবের ছেলে অনিরুদ্ধ। সজনি! ভালই হয়েছে, তোমার বাপের তুল্য ঘরে ঘর মিলেছে, কিন্তু ভাই, তোমার শ্বশুরের কি রকম ধারা আমি কিছুই বুজ্‌তে পারিনে, যত বাণ কি বোয়ের জন্যেই তুলে রেখে ছেলেন।

উষা। এখন সে পরিহাস রাখ, প্রাণনাথ কে কখন আন্‌বে তা বল।

চিত্র। কেমন করে আন্‌ব ভাই, একেত সে দ্বারকাপতি রাজার বাড়ী, তায় আবার বলদেব স্বয়ং পুরী-রক্ষক' সেখানে পাখীটি জার এড়াবার যোনেই, তা আমি মেয়ে মানুষ কোথায় আছি।

উষা। তবে যে সখী, তুমি কাল রাত্রে বলে ছিলে আমি তোমার মনোচোর কে যেখানে পাব এনেদেব, এখন সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রইল? আর তুমিতো সব স্থানেই অদৃশ্যরূপে যেতে পার, তোমার এমন ক্ষমতা থাক্‌তে যদি পারব না বল তবে কি উত্তর দেব।

মদ। সখি জান না, চিত্রলেখা ঘটকালিটে পাকিয়ে রাখ্‌চে বর দেখালে তাতে তো কিছু পারিতোষিক পেলে না, তবে এ সময়ে একটা মোচড় না দিয়ে রাখ্‌লে চল্‌বে কেন।

উষা। হাঁ তাই কেন বল না, তা এমন কি পুরস্কার দিব সখি তোমায় প্রাণ দিয়ে রাখলেম।

চিত্র। সজনি! এ দেওয়া কেবল তোমার মুখে, নইলে তোমারি একটী বই প্রাণ নয় কাজনকে দেবে তা বল,

একবার যুবরাজকে মনে মনে দিয়ে রেখেচ, আবার তা দুঃখিনীদের দিলে যখন তিনি এসে অধিকার কর্‌বেন, তখন আমাদের সুখ কোথায় থাকবে, না ভাই তায় কাজ নাই ভালবাস সেই ভাল।

মদ। বলে মন্দ কি, যার প্রতি কথার মুখপাত হচ্চে প্রাণ-বল্লভ, প্রাণনাথ, সে যদি অন্যকে প্রাণ দেব বলে তাও কি বিশ্বাস কত্তে আছে।

উষা। সখী এ প্রাণ ত তোমাদেরি তোমরা যাঁরে দিতে বলবে তাঁরেই দেব। সে যা'হোক এখন তাঁরে আনবার কি কল্যে তা বল।

চিত্র। কারে গা?

উষা। সখী পরিহাস করবার অনেক সময় আছে।

মদ। ক্রমে ব্যালাহ'ল তোমার খাবার সময় হয়েছে, চল আজ রাত্রে তাঁরে পাবেই পাবে।

উষা। তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর, এখন তোমরা হাঁ বল্যেই আছি, না বল্যেই নেই। (উঠিতে উঠিতে) আমার মনে হঠাৎ একটা বড় দুর্ভাবনা উপস্থিত হ'ল, আমি অকারণে কেন গুরুজনের নিন্দে কল্যেম? শ্বশুর শাশুড়ী, যাঁ'রা পরমগুরু তাঁ'দের না যেনে ত কত নিন্দেই করেছি, এর জন্যে আমায় অতিশয় অপরাধিনী হ'তে হবে, আমি প্রাণ-পতির বিরহানলে দগ্ধ হয়ে বিনাপরাধে কত অপবাদই দিলেম, কত ভৎর্সনাই কল্যেম। হে বনদেবে! অধিনীর

অপরাধ লবেন না। আপনি আমার পরম-পুজনীয় প্রণাম গ্রহণ করে দোষ মার্জ্জনা করুন।

চিত্র। সজনি তা'র জন্যে এত ভাবনাই কি? যাঁরে জগতের বিরহিনী-কুলে নিন্দে কচ্চে, তাঁরে তোমার একলার নিন্দেতে বা সুখ্যাতিতে কি কত্তে পারে? আর তুমিতো আগে জান্তে না, যে ইনি আমার শ্বশুর, তা যদি জান্তে, তাহলে তোমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল বটে।

মদ। এ ত যথার্থ কথা, আর ভাই তুমি বিবেচনা করে দেখ দেখি আইবড় বেলায় কে না ভাতারের নাম ধরে থাকে, তার পর বিয়ে হয়ে জান্তে পাল্যে কি কেউ নাম ধরে, তুমি ভাব্‌চো আমি বড় অপরাধিনী, তাঁর বেভারটা বিবেচনা করে দেখ দেখি, আপনার সহচর গুণিকে নিয়ে বৌকে যেন সপ্তরথীতে ঘিরে রেখেচেন।

চিত্র। সে কথা বলা মিছে, যা'র যে স্বভাব সে কখন কি ভুলতে পারে; পবন কি কখন দ্রৌপদীকে স্পর্শ কত্তে কসুর করে; না সূর্য্যদেব কর্ণ প্রেয়সী পদ্মাবতীকে দেখে মেঘে মুখ ঢাকেন। এখন বেলা হ'ল ঘরে যাই চল।

উষা। চল যাচ্চি। লোকে কথায় বলে "অন্ধ জাগো না কিবা রাত্রি কিবা দিন।" আমার ঠিক, তেমনি হয়েচে এখানে থাকলেও যেমন থাকব সেখানে গেলেও তেমনি।

(সকলের প্রস্থান)

উষানিরুদ্ধ নাটক।

তৃতীয় অঙ্ক।

উপবেশনাগার।

(উষার প্রবেশ।)

উষা। (গৃহনিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) এই যে মদলেখা বেস ঘর সাজিয়েছে, সত্যি সত্যিই যে কুসুম-বাসর হয়েছে, মদলেখা আচ্ছা পাকা মেয়ে কিছুই শেখাতে হয় না, আহা ফুলের-হারে চারিদিকে কি শোভাই হয়েচে, (পশ্চিম দিক্ দেখিয়া) সে যা'হোক, সূর্য্যদেব যে আজ অস্ত যেতে চান না, পথ ভুলে গেলেন নাকি ; যেতে যেতে কমলিনীর প্রেম ভুলতে পারেন না, ক্রমে ক্রমে থেমে থেমে দাড়াচ্চেন। হে দিনমণি! আর কি তোমার প্রণয়-পিপাসা তৃপ্ত হয় না; আহাঃ তোমার মত যদি আমার প্রাণ-বল্লভ হতেন, তা'হ'লে কি এত ক্লেশ পেতে হয়? কমলিনী যেমন সরসী-জলে ভাস্চেন, আমিও তেম্নি সুখ-সলিলে ভাস্তেম। তিনি কি আপনাকে দেখেও শিখ্তে পারেন না, কেবল চপলার স্বভাবটাই ভাল শিখেরেখেচেন। আজ রাত্রে দেখা হ'লে কিন্তু এই কথাটী বল্‌বে। যদি

আপনিও না বল্‌তে পারি, সখীদেরও নিঃদন শিখিয়ে দেব, যে হে চপল! তুমি চপলার স্বভাবানুগামী হও কেন? তা'তে তোমার কি কোন ফলোদয় হয়? লাভে হ'তে কেবল এই অধিনীরিই পলকে প্রমাদ ঘটে। চুলটা কি আঁচড়াব? আজ্ একবারও আর্শিতে মুখখান দেখা হয়নি (উঠিতে২) নিদ্রাবস্থায় প্রাণনাথ এল থেল দেখে গেছেন, এখন তেমন করে থাকাটা ভাল দেখায় না, তা'হ'লে তিনি দেখেই বা কি মনে কর্‌বেন। (আর্শি লইয়া) আজ্ সকাল বেলা প্রমোদ বনে মহাদেবের কাছে কেঁদে ছিলেম চক্ষু দুটো এখনো রাঙ্গা হয়ে রয়েচে। (আর্শি রাখিয়া) দেখি দেখি বেলা গেল কি। (দেখিয়া) এই যে সূর্য্যদেব তো অস্ত গেলেন। পোড়া সন্ধে সময়টা কি ভয়ানক! না অন্ধকার, না আল। একলা বসে থাকলে গা ছম্ ছম্ করে। মদলেখা এখনও আশ্চে না কেন? সে পরম আমুদে আবার কি সের উদ্যোগে আছে, চিত্রলেখা গেল কি না সেটাও জান্‌তে পাল্লুম না। (নেপথ্যে দেখিয়া) এই যে বুঝি মদলেখা আশ্চে না? এ যে লবঙ্গিকা আল জ্বাল্‌তে এল। আমি এই আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনি, ও ঘর সাজান দেখে কি বলে, ওতো এর কিছু জানে না। (এক পার্শ্বে গমনও স্থিতি)।

(একটা-আলো লইয়া লবঙ্গিকার প্রবেশ।)

লব। (স্বগত) এ যে আবার নতুনতর দেখ্‌তে পাই ! ঘর একেবারে রাশীকৃত ফুলে সাজান হয়েচে, ঠিক যেন রাজনন্দিনীর বাসর ঘর, এ সব মদলেখার কাণ্ড কারখানা, রাজকুমারীর সঙ্গিনী দুটি মিলেচে ভাল, এঁরা দু জন দুটী ধনুর্দ্ধর, এ বলে আমায় দেখ্ ও বলে আমায় দেখ। রাজকন্যের একে বয়েস হয়েছে, তা'য় আইবড়, বিশেষতঃ সকাল অবধি তাঁ'র মনটা কেমন ছমছমে হয়েছে, এ সকল দেখলে কেবল মনে দুঃখ হবে বইতো নয়, আমাদের রাজা রাণীর কিছু বিবেচনা নাই এমন আইবড় মেয়ে কি ঘরে রাখতে আছে ; ফুল যদি ফুটে শুকিয়ে গেল, সে ফোটায় কি আবশ্যক ; যৌবন উদয়ে যদি নব পতি না পেলেন, তবে বৃথা যৌবন বৃথা জীবন বৃথা সংসারে বাঁচা, আমার বলা উচিত নয় কিন্তু সেই যে লোকে কথায় বলে " আঁব ফুরুলে আম্‌সি যৌবন ফুরুলে কাঁদ্‌তে বসি " রাজকুমারীর ঠিক সেই রূপই হচ্চে, আবার আমরা রাণীকে বল্‌তে চাইলে যে বারণ করেন ঐ যে দোষ। (আলো জ্বালিতে আরম্ভ)

উষা। (একদিকে) লবঙ্গিকা যথার্থ কথাই বলচে।

লব। ঈসঃ আজ এত আলো দিয়েছে কেন ? যাই আবার আর আর কর্ম্ম আছে।

(লবঙ্গিকার প্রস্থান)

উষা। (সিংহাসনে বসিয়া) লবঙ্গিকা আজ ভাল বলে গেল, এইরূপ আমার সকল পরিজনই ভাব্‌চে; কিন্তু মা কিম্বা বাবার মনে একটু দয়া হয় না। বাবাতো কেবল যুদ্ধ নিয়েই আছেন। সে যা হোক প্রাণেশ্বরের আশাপথ চেয়ে আর কতক্ষণ থাকব? রাত যে অধিক হ'ল। (আপনার হস্তের অঙ্গুরী লইয়া) আজ্‌ আমি প্রাণেশ্বর কে প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ এই অঙ্গুরীটী দেব। বাবা আমায় যখন দেন, বলেছেলেন, যে এ রাজ্যে এর চেয়ে ভাল অঙ্গুরী নাই। তা এ ভাল বাসার হাতেই ভাল শোভা পা'বে।

(পুষ্পপাত্র লইয়া মদলেখার প্রবেশ।)

মদ। (একদিকে) রাজকন্যা কি কচ্চেন, একবার দেখে আসি। তিনি যে এর মধ্যেই মুখে সুপুরীদিয়ে বসে রইলেন। (উষাকে দেখিয়া) এই যে প্রিয়সখি! কেমন ঘর সাজান হয়েছে?

উষা। (অঙ্গুরী সংগোপন পূর্ব্বক) ভাইঃ তুমি যেখানে আছ সেখানে কি কিছু দেখ্‌তে হয়? সে যা হোক কৈ চিত্রলেখা যে এখনো এল না?

মদ। বেশ! তুমি যে গোধূলি লগ্নেই সব সাজ্তে চাও দেখ্‌তে পাই, এস্বে এই দেখনা, অনিরুদ্ধ না ঘুমিলেতো চিত্রলেখা আস্তে পার্‌বে না, আর যুবরাজ যদি আগে যাস্তে পাস্তেন, যে আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লেই

শরৎকালের চাঁদ হাতে পা'ব তা'হ'লে দু দণ্ড বেলা থাকতেও নিদেন ঘুমুতেম।

উষা। তোমার আজ খুব মুখ ফুটেচে দেখতে পাই; ঠাট্টা বই আর কথা নাই। আচ্ছা, আর খানিক পরে বিদ্যে বুদ্ধি জানা যা'বে।

মদ। সে উভয়ত। এখন সে কথা থাক, একবার বাসর-ঘরটা সাজান দেখতে যা'বে না?—উঠে এস।

উষা। (উঠিতে উঠিতে) চল দেখিগে, সেখানেই বা আবার কত বিদ্যে খাটিয়েচ। (গমন করিতে করিতে) এই কতক্ষণ লবঙ্গিকে আলো জ্বালতে এসে ছিল; সে যে ঘর সাজান দেখে কত কথাই বল্লে তা'র আর বল্‌ব কি? আমার তো হাসতে হাসতে নাড়ী ছিঁড়ে গেল।

[চিত্রলেখার প্রবেশ।]

মদ। এই যে চিত্রলেখা! কৈ লো! কি করে এলি? এখানে যে থামিয়ে রাখা ভার হয়েচে।

চিত্র। চুপ কর চুপ কর, বড় গোল করিস্‌নে; তাঁ'রে এনেচি। তিনি কিছুই টের পাননি। যখন তাঁর খাট খানি নে আকাশ পথে উঠলুম, তখন মন্দ মন্দ বাতাসে আরও ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন; ও ঘরে যেমন খাট খানি রেখেচি, অমনি ঘুম ভেঙ্গেচে। এখন এদিক ওদিক দেক্‌চেন আর বলচেন, আমি কোথায় এলেম?

উষা। চল চল। আমরাও আড়াল থেকে শুনিগে, তিনি কি বল্‌চেন। (স্বগত) প্রাণেশ্বরকে দেখেও নয়ন সফল করিগে। রে চঞ্চল মন! এখনও স্থির হ'তে চাও না?

মদ। প্রিয়সখীর দেখতে পাই যে, গরম ভাত যুড়িয়ে খেতেও তর সয়না। (চিত্রলেখার প্রতি) সখি! তুমি ক্যামন করে যুবরাজের বাড়ীতে গেলে? কেউ কি টের পেয়েছিল?

চিত্র। আঃ! সে কথা কেন বল? সজনীর নিতান্ত নাকি আজ বিয়ের ফুল ফুটেচে, কে রাখতে পারবে? আমি আকাশ পথে এক মনে উর্দ্ধশ্বাসে যাচ্চি—ও মা নারদ ঋষির সঙ্গে দেখা হ'ল। আমি তো তাঁরে দেখে একেবারে মুসড়ে পড়লুম। তিনি দেখেই বল্লেন, কি রে চিত্রলেখা! উষার জন্যে অনিরুদ্ধকে আন্তে যাচ্চিস? তা যে পারবিনে। এদিকে আয় আন্‌বার উপায় বলে দি। আমি কাছে গেলে তিনি বল্লেন, সে দ্বারকাপুরী, প্রতি ঘরে রক্ষক, তুই যেন লুকিয়ে গেলি—খাট খানি আনবি কেমন করে? এই মন্তর নে, সেই ঘরে গিয়ে জপ করিস, তা'হ'লে সকলে মোহিনী-মায়ায় মুগ্ধ হবে। আমি বল্লুম ঠাকুর! আপনি জানলেন কেমন করে? তিনি বল্লেন, আমার কি কিছু জানতে বাকি আছে? জগতে যেখানে যা' হচ্চে তা' আমার কিছুই অবিদিত

নাই। আমি মন্ত্রটী নিয়ে দ্বারকায় গেলেম। সেখানে গে জপ কত্তেই যেন সকলে মাতালের মতন ঢুলে পড়ল। আমি অমনি যুবরাজকে নিয়ে এলুম।

উষা। চুপ কর! কে যেন আশ্চে পায়ের শব্দ পেলুম।

মদ। তবে অনিরুদ্ধই আশ্চেন, এস আমরা এই আড়ালে দাড়িয়ে দেখি তিনি এঘরে এসেই বা কি করেন।

[সকলের একদিকে গমন।

[অনিরুদ্ধের প্রবেশ।]

অনি। (স্বগত) কৈ! এ ঘরও ত আমাদের বাড়ীর কোন ঘরের মতন নয়? তবে আমি কোথায় এলেম? এ কা'র বাড়ী? অতিশয় মনোহর দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত রহিয়াছে। এ কি অমর-পুরী? না চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের ভবন? ভূমণ্ডলে কি এমন ঘর আছে? একে কাল যামিনী পর্য্যন্ত স্বপ্ন দেখে মন অস্থির রয়েচে— আবার তা'র উপরে এ কি ব্যাপার উপস্থিত হ'ল? রোজ নূতন নূতন স্বপন দেখচি না কি? কাল যেন সেই মুকুলিতাক্ষীকে নিদ্রাভঙ্গে দেখতে পাইনে; কিন্তু আজ ত সকলি চাক্ষুষ দেখতে পাচ্চি।

উষা। (স্বগত) হে জীবিতেশ্বর! আপনিও কি আমার মতন স্বপন দেখেছেন? ভাল হয়েছে, আমি যে কত যাতনা পেয়েছি তা' আপনি বুঝতে পারবেন।

মদ। প্রিয়সখি! হয়েছে, দু জনেই যে সমান দেখতে পাই।

উষা। তা'ইত উনি আবার কা'কে স্বপ্নে দেখেচেন।

মদ। আবার কা'কে স্বপ্নে দেখ্‌বেন যাঁ'রে দ্যাখবার তাঁরেই দেখেচেন।

অনি। (ইতস্ততঃ গমন করিতে করিতে) মধ্যস্থলে সিংহাসনও আছে, অবশ্য কোন রাজার বাড়ী হবে তার কোন সন্দেহ নাই, ঠিক অনুমান হচ্চে যেন ভাবি শ্বশুরালয়ে এসেছি, বাস্তবিক বল্‌তে কি যে প্রকার রম্যস্থান ইচ্ছা করে বিনাহার নিদ্রায় দিবানিশি বসে থাকি।

উষা। (স্বগত) হে নাথ! আপনি যা' ভেবেচেন, তার' অন্যথা কি? মনেমনে যদি এমন বাসনাই হয়ে থাকে, অবশ্যই হ'বে তার আর সন্দেহ কি আছে? হৃদয়! আর চঞ্চল হ'বার আবশ্যক কি? যাঁ'র জন্যে কাল রাত অবধি কত ভেবেছ, কত কেঁদেছ, এখন তাঁ'কে তো নয়ন পথে পেলে, প্রেম-পাশে বদ্ধ কর, যেন করে পেয়ে হারিওনা।

চিত্র। সজনি! তোমার মনোচোরকে কি চিন্তে পাল্লে? এখন সাজার বিষয় কি স্থির কল্লে তা' বল?

উষা। একটু চুপ কর আবার কি বল্‌চেন শুনি।

অনি। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর কতক্ষণ এখানে দাড়িয়ে থাকব? কাকেও ত দেখ্‌তে পাইনে, কোথায় এলেম এখনও তা স্থির কত্তে পাল্লেম না। এই খানে কি একটু বস্‌ব? (বসিতে বসিতে) এঘর

ও ঘর ঘুরে ঘুরে যেন বোধ হচ্চে কত পথই চলেছি যেমন একটি ভালুককে কোন পিঞ্জরে বদ্ধ করে রাখলে সে কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, মনে করে এই খানে গেলে পালাবার পথ পাব শেষে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে, আমার ঠিক তেমনি হয়েচে। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আঃ সে প্রাণ প্রিয়াকে কি আর দেখতে পাব, বিধাতা কি এমন সদয় হবেন পুনরায় কি সে মনো হরণকারিনী নয়ন পথে পড়বে আবার কি আমার সে মন ফিরে পাব ? রে মন ! তুমি যদি চতুর হও, তা' হ'লে সে হৃদয়বিলাসিনীর মনকে সহচর করে আনবে, নতুবা তোমার বৃথা ক্ষমতা, আর যদি [illegible] বশীভূত হও তা' হ'লে তোমার যে চির প্রিয় বন্ধু নয়ন তাকে ভুলে থেক না সেই খানে ডেকে নিও (সিংহাসনের দিকে দেখিয়া) ঐ না কি একটি উজ্জ্বল বস্তু পড়ে রয়েচে ওর আভাটা এখান পর্য্যন্ত ও আশ্চে (উঠিয়া অঙ্গুরী গ্রহণ) আহা এ যে একটি মূল্যবান অঙ্গুরী, এতে কি ক্ষোদিত রয়েচে দেখতে হ'ল (আলোর নিকটে গিয়া) "বাণ প্রসাদিতমিদং উষায়া অঙ্গুরীয়কম্" এতেইত স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে যে আমি বাণ রাজার বাড়ীতে এসেচি, বুঝি আমার সেই প্রাণ প্রিয়া বাণ-রাজ-কুমারী উষাই হ'বেন, আমার কি এমন সৌভাগ্য হ'বে যে তাঁকে দেখতে পাব ?

মদ। আর বড় তার বিলম্ব নাই, দেখতে পাওয়া ওদিকে থাক, একে বারেই পাবেন।

উষা। মদলেখা তুই ভারি জ্বালাচ্চিস।

চিত্র। সখি! চল আর বিলম্ব করা কিছু নয়। যুবরাজ ব্যস্ত হয়েচেন।

উষা। সজনি যেতে ত ইচ্ছে কচ্চে; কিন্তু গিয়ে কি কথা বলব লজ্জায় যে মুখ তুলতে পাচ্চিনে।

মদ। তুমি রাগ কর ভাই, আমায় না বল্যে নয় ভাই, বলতে হয়, তখন প্রাণনাথ প্রাণনাথ করে একবারে হেদিয়ে পড়েছিলে, এখন পেটে ক্ষিদে মুখে লাজে কাজ কি, সেই ত কথা কইতে হবে।

উষা। (চিত্রলেখার প্রতি) সখি [illegible]খা অতিশয় পোড়াচ্চে ওরেই আগে কথা কইতে পাঠিয়ে দেও।

মদ। তা বলনা আমিতো তোমার মত লজ্জা লজ্জা করে মরিনে, আমায় ধরে আস্তে বল্লে বেঁধে আনি।

অনি। (স্বগত) আঃ যেমন গৃষ্মকালে কোন পরিশ্রান্ত পথিক অনেক দুর ভ্রমণ করে একটি সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়া পেলে তথায় শ্রান্তিদূর করে আপনাকে পুনর্জ্জীবিত বোধ করে; সেইরূপ আমিও এই অঙ্গুরীয় পেয়ে আপনাকে পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় বোধ করলেম, এতক্ষণের পর মনে মনে ভরসা হ'ল যে ভাল স্থানেই এসেচি বরং আর ও অন্তঃকরণে আশালতা অঙ্কুরিত হচ্চে যে বাণ-রাজ কুমারীকে দেখতে

পেলেও পেতে পারব, এবং তিনিই বা আমার সেই হৃদয়বিলাসিনী হবেন। আহা! আশার কি আশ্চর্য্য গতি, যদি কোন বধ্য ব্যক্তিকে শূলের নিকটে লয়ে গে দুট মিষ্ট কথা কয় তা হলে সে অমনি মনে করে আমায় বুঝি ছেড়ে দেবে, আমার ঠিক তেমনি হয়েচে, কোথায় ছিলেম. কোথায় এলেম, এখন কোন জীবের সঙ্গে দেখা হয়নি কিন্তু মনে মনে আশা হচ্চে, প্রাণেশ্বরীকে দেখতে পাব।

কাপি সিন্ধু--তাল আড়খেম্‌টা।

কেন রে দুরাশা বৃথা কর আশা।
অনল নিবাস বাসে বারিপান আশা॥
বসে আছি কা'র বাসে, আসিয়াছি কা'র পাশে,
সে ভাল বাসে না বাসে বিফল সে আশা॥

[সকলে প্রকাশ্যে আগমন।]

মদ। (সম্মুখে গিয়া) তুমি কে গা? কোথা থেকে এলে? তোমায় দেখে আমাদের ভয় হচ্চে, এই অন্দরমহল, চারিদিকে পাহারা রয়েচে, এত রাত্রে কোথা থেকে এলে? চোর না কি? শিগ্গির পরিচয় দেও? আমাদের রাজ-কুমারী ভয় পেয়েছেন।

অনি। চোরকে দেখে রাজা কখন ভয় পেয়ে থাকে, আমি চোর আমার পরিচয়ে কাজ কি? আর আমি পরিচয় দিলে কি বিশ্বাস করবে? সে যা'হোক আমি

আপনার কি চুরি করেচি, এই এক অঙ্গুরী, তা এই খানে পড়ে ছিল, এতে কি লেখা রয়েচে তাই পড়ছিলাম।

মদ। আমার কি চুরি কর্‌বে? যাঁর চুরি করেচ, তিনিওএই খানে আছেন, এর উপযুক্ত বিচার করবেন এখন।

অনি। (উষাকে দেখিয়া স্বগত) আহাহা! এই কি সেই রাজ-কুমারী উষা? এমন রূপবতী কি পৃথিবীতে আছে? আমি কি স্বচক্ষে দেখেচি? না গত যামিনীর হৃদয় বিলাসিনী মনোমাঝে উদয় হয়েছেন অথবা আজ সারাদিন কেবল দুঃখ করেছি বলে বুঝি বিধাতা মনোভীষ্ট ফল করে এনে দিলেন।

চিত্র। অঙ্গুরী গ্রহণ কি চুরি ও তো সামান্য লোকে নিয়ে থাকে।

অনি। তবে আমি আর কি চুরি করেছি।

চিত্র। কি চুরি করেছ মনে কেন ভেবে দেখ না, “ মনের অগোচর তো পাপ নাই ”।

অনি। (আশ্চর্য্য হইয়া স্বগত) এ কি আমার দক্ষিণ বাহু নৃত্য করিতেছে, এ যে মঙ্গলের চিহ্ন? এমন স্থানে বিবাহ সম্ভাবনা এবড় আশ্চর্য্য নয়। প্রজাপতি আমায় আগে সংবাদ দিলেন না কি, ভাল ভাল মেঘ না চাইতেই যদি জল পাওয়া যায়, তা'হ'লে কপাল প্রসন্ন বল্‌তে হবে। অথবা আনন্দে আমার সর্ব্ব অঙ্গ নেচে উঠচে শুভ বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

চিত্র। ভেবে দেখ্‌লে কি কি চুরি করেচ?

অনি। তোমরা আমাকেই যে চোর বল্‌চ এর ত কোন অর্থ বুঝতে পাচ্ছিনে? আপনার বাড়িতে নিদ্রিত ছিলেম, কোথায় আমায় হরণ করে আন্‌লে, তা নয় আমিই চোর হলেম, যা হোক মনে মনে ভরসা ছিল বুদ্ধিও আছে বলও আছে পুনরায় গৃহে ফিরে যেতে পারব, কিন্তু তোমাদের রাজ-কুমারী একবার কটাক্ষ করে তাও হরণ কল্লেন, এখন যাই কোথায় তাই ভাবচি।

মদ। আর কি কোথাও যেতে দেব, তা' তুমি যা'বার ভাবনা ভাবচ?

অনি। (স্বগত) এ যে আমার পক্ষে অনুকুল গল হস্ত দেখ্‌তে পাই, আমায় না যেতে দেও তাই ত আমি চাই, কারণ একবার এ কুরঙ্গ-নয়নীর দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হ'লে কি এ প্রাণ থাক্‌বে? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা আমিই চোর হলেম, তাতে কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু মনে বড় দুঃখ রইল যে উনি আপনি এর বিচার কল্লেন না, আর করবেনই বা কি, রাজা চক্ষু লজ্জার অধীন হ'লে কি বিচার উপযুক্ত হয়, উনি কি এ দীন দেখে একবার মুখ তুলেও চাইলেন না, সকলি আমার অদৃষ্ট।

চিত্র। (উষার কাণে কাণে) প্রিয়সখী আর কেন নিরুত্তরা থাক? যুবরাজের সঙ্গে দুট কথাই কও।

উষা। (মদলেখার প্রতি) সখি বল না চোর কি কখন রাজার সঙ্গে বিচারের উপযুক্ত, আর রাজা কি সকল সময়ে বিচার করে থাকেন, মন্ত্রিরাও তো সময়ে সময়ে রাজ বিনিময়ে বিচার করেন, তা তোমরা না হয় সেই ভার গ্রহণ কর, এই মনোচোরকে যে রূপ সাজা দেওয়া উচিত, তোমাদেরি উপর তার ভার দিলাম। (স্বগত) এ কি কল্লেম মনোচোর বলে ফেল্যেম।

অনি। (স্বগত) হৃদয় ! আর কেন বৃথা সন্দেহ পাশে বদ্ধ থাক, বুঝি তোমার বাসনা পূর্ণ হ'বার আর বড় বিলম্ব নাই, মনোচোর, এ অপবাদ যে আমার পক্ষে অতিশয় কল্যাণ কর (প্রকাশ্যে) সখি তোমাদের প্রিয়-সঙ্গিনী লজ্জা পরতন্ত্রা হয়ে রইলেন, তা আমার প্রতি অনুমতি হলে আমি আপনিই আপনার সাজা চেয়ে নি।

চিত্র। (মৃদু হাসিয়া) হাঁ তাতে তুমি ভাল চতুর, চোর কখন চুরি করে বলে আমায় অধিক সাজা দেও।

উষা। (চিত্রলেখাকে) ওঁর আশাটী কি তাই শোন না।

চিত্র। কি সাজা নেবে ভাই বল দেখি ?

অনি। তোমাদের প্রিয়সখি কেবল যৌবন রাজ্য চিরস্থায়ী নয় আর যে হোক একজনকে মনে দুঃখ দিয়ে সাজা দিলে পরে অনুতাপ পেতে হয়, সেই নিমিত্তে বলি, যদি ওর বেঁধে মারবারই ইচ্ছে থাকে,

তবে বাহু পাশে বদ্ধ করে কটাক্ষশর প্রহার করুন, আর যদি অনুকূলা হন, চিরকালের জন্যে নজরবন্দী রাখুন, আমি যৌবন রাজ্যের প্রজা হয়ে থাকব, আর প্রতিজ্ঞা কচ্চি যেমন অন্যান্য রাজ্যের প্রজারা মাসিক বা বার্ষিক কর দেয়, আমি তোমাদের নব-ভূপতির প্রতি দিন করে কর দেব, কখনই তার অন্যথা হবে না।

মদ। কেমন সখি তোমার এতে ত মত স্থির হল।

অনি। "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্" চুপ করে রয়েছেন এতেই সম্মতি দেওয়া হয়েছে আর কি বল্‌বেন।

চিত্র। তবে সখি, আজ্‌কের কর নেও। (অনিরুদ্ধের প্রতি) কই ভাই দেও?

অনি। উনি হাত পাতুন, অবশ্য দেব।

চিত্র। সখি! তবে হাত পেতে নেও।

মদ। সখি কর পেতে আমি কর পেতে দিচ্চি (মদলেখ, উষার কর পেতে রইলেন)।

অনি। (উষার করের নীচে কর দিয়া) এ কি সখি! তোমরা আমাকেই যে কর দিচ্চ; এ যে করে করে সম্প্রদান হ'ল।

চিত্র। ও মা আমি কোথায় যা'ব, ছি ছি ছি এর ভেতরেও চাতরি।

মদ। সখি! যদি কর গ্রহণ কল্লে তবে আর কেন দাঁড়ক-রিয়ে রেখে নিগ্রহ দেও, অনুগ্রহ করে বস্‌তে দিলেই

ভাল হয়। (উষা কিঞ্চিৎ স্থান রাখিয়া গ্রীবাবনত করিয়া বসিলেন অনিরুদ্ধ পার্শ্বে বসিলেন)।

চিত্র। সে কি ভাই! তোমাকে না বসতে বল্‌তে বল্‌তেই যে অম্‌নি প্রিয়সখীর পাশে গিয়ে বসলে?

অনি। সখি জাননা "চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া" তোমরাও বস্‌বার কথা বল্লে উনিও স্থান দিলেন, এমন উপস্থিত কলার কি ছেড়ে দিতে আছে, আর মনের মধ্যে জানি-উনি রাজ-কুমারী, এক জন অনুগত ভদ্র-লোক সেই অবধি দাঁড়িয়ে রয়েচে, কাছে বস্‌লে কি হাত ধরে উঠিয়ে দিতে পারবেন।

মদ। বেশ ভাই তুমি না এই কতক্ষণ চোর ছিলে, এর মধ্যেই যে দেখ্‌তে পাই রাতারাতি ভদ্রলোক হয়ে পড়লে।

অনি। সখি বড় লোকের অনুগ্রহ থাক্‌লে পদবৃদ্ধি হবার আশ্চর্য্য কি, আগে ওঁর মনে স্থান পেয়েচি তবেত পাশে বস্‌তে ভরসা করেছি।

চিত্র। অলি কি আপন উপাস্য কমলের ঘ্রাণেতেই পরি-তৃপ্ত হয়? তা কখনই হয় না।

অনি। দেখ সকলেই বলে থাকে মনের মত মানুষ হলে বুকে করে রাখি, তা যখন এঁর পাশেতেও স্থান পেয়েছি মনেতেও স্থান পেয়েছি তখন আর—

মদ। বেশ ভাই ভাল উত্তর পেয়েছি, আর আমাদের প্রতি উত্তর নাই, সখি! আর কেন লজ্জায় ঘাড়হেঁট

করে রয়েচ, ইস্ কপালে যে ঘাম হয়েছে।

অনি। কেন কেন আমি ভৃত্য নিকটে থাক্তে এত ক্লেশ কিসের নিমিত্ত, অনুমতি কল্লেই ত হয়? (পাখা লইয়া ব্যজন)

উষা। (স্বগত) হে লজ্জা! ক্ষণকালের নিমিত্ত বিদায় হও, আর তোমাকে আশ্রয়ে রাখ্লে অপরাধিনী হ'তে হয়। (অনিরুদ্ধের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) আর্য্য-পুত্র! আর কেন, অধিনীকে অপরাধিনী করেন?

অনি। (স্বগত) হৃদয়! এখন তো তোমার সংশয় মোচন হ'ল। (প্রকাশ্যে) প্রেয়সি! তোমার কোমলাঙ্গে ঘর্ম্মধারা দেখা কি আমার প্রাণে সয়, আমরা পুরুষ, তায় ক্ষত্রিয় কুমার, কিঞ্চিৎ পরিশ্রম কল্যে ক্লেশ-কর হবে না, মুখের আবরণ খোল। (অনিরুদ্ধ আপনি মুখাবরণ উদ্ঘাটন) আহাহা! প্রেয়সি! যদিও তোমার মুখ-কমলে ঘর্ম্ম বিন্দু হওয়াতে অতিশয় ক্লেশ পেয়েছ বটে, কিন্তু কি এক অনির্ব্বচনীয় শোভা হয়েছে যেন সহস্র-দল কমল মধুভরে ঢল ঢল হয়ে ভাস্ছে।

মদ। হাঁ। মধুকরও এতক্ষণ মধুগন্ধে অন্ধ হয়ে ছিল, এখন মধু-ভাণ্ডার দৃষ্টিগোচর হ'ল।

চিত্র। দেও ভাই আমার কাছে পাখা দেও, এই পুষ্প-পাত্র নেও এতে চন্দন আছে অঙ্গে দেও। তোমরা দুজনেই শ্রান্ত হয়েচ, আমরা বাতাস কচ্চি। (এই বলিয়া পাখা গ্রহণ।)

অনি। (মদলেখার হস্ত হইতে পুষ্পপাত্র লইয়া) প্রিয়ে! যদি অনুমতি হয়।—না আর বল্‌ব না যদি ইচ্ছে হয় তঙ্গ অঙ্গে হাত দিয়ে চন্দন মাখিয়ে দি।

উষা। (স্বগত) নাথ এ শরীর তো তোমাকেই দিয়েছি, তোমার ধন তুমি স্পর্শ কর্‌বে কারে জিজ্ঞাসা কর, স্বপ্নে যখন মন, প্রাণ, যৌবন, তোমাকে দিয়েছিলেম, তখন কি কাকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেম।

মদ। উচিত মত দুজনের অঙ্গে দুজনেই দেওয়া।

উষা। আর্য্য পুত্র! তাই কেন বলেন না যে আমায় মাখিয়ে দেও (অনিরুদ্ধের অঙ্গে চন্দন ম্রক্ষণ)

অনি। প্রেয়সি! তোমার কর-কমল আমার অঙ্গে দেয়াতেই যথেষ্ট হয়েচে, এর চেয়েও কি চন্দন শীতল।

মদ। সজনি! আজ প্রমোদ বনে অনেক যত্নে এই মালা দুছড়া গেঁথে ছিলেম, তোমরা গলায় পরে আমার শ্রম সার্থক কর। (দুজনের হস্তে দুছড়া মালা প্রদান।)

অনি। প্রেয়সি! এই ছড়া তোমায় পল্লে কিছু ভাল দেখায়, কারণ এছড়াটির গাঁথনি কিছু সুন্দর হয়েচে মেয়েলি গাঁথনি তোমাদেরি ভাল দেখায়। (উষার গলে প্রদান।)

উষা। হাঁ তা বুজ্‌তে পেরেচি আপনার মনের মতন হয় নাই, তবে এই মালা লয়ে আপনার পা পূজা করিলাম (পাদে নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রণাম।)

অনি। হাঁ হাঁ প্রিয়ে! এমন কি হয় এই দেখ আমি নিয়ে গলায় পরলেম।

মদ। চিত্রলেখে! এসময়ে একবার উলু উলু দে গান্ধর্ব্ব বিয়ে ত হয়েগেল।

চিত্র। মদলেখা তাম্বূলপাত্র কোথায় রাখ্‌লি?

মদ। কেন তুমি কি দেখ্‌তে পাও নাই এই যে রয়েচে, প্রিয়সখি! এই ন্যাও যুবরাজকে পান দেও।

চিত্র। সখি, আমি কি আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্চি, এমন যুগল-মূর্ত্তি থেকে কি আর নিচুতে দৃষ্টি পড়ে।

অনি। সখি! আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি তোমরা যেন চিরকাল এই রূপ দেখ।

চিত্র। পরমেশ্বর করেন যেন তাই হোক।

উষা। (পান লইয়া) আর্য্য পুত্র! আপনি কি পান খান?

অনি। হাঁ মুখে তুলে না দিলে খাইনে বটে।

উষা। না হয়, তাই দিচ্চি, তাতে আটক কি? (মুখে তাম্বূল প্রদান।)

মদ। (চিত্রলেখার প্রতি) সখি তুমি মাঝের ঘরের দোর-টা খুলে রেখে এসে ভাল করনি, আমি বন্ধ করে আসি (প্রস্থান।)

চিত্র। মদলেখা দাড়ালো, আমি ও প্রিয়সখীর শোবার ঘরের জানালা গুলন খুলে দিয়ে আসি। (প্রস্থান)

উষা। সখি! তোমরা দুজনেই আমাকে পরিত্যাগ করে একজন অপরিচিতের কাছে রেখে চল্লে?

চিত্র। সজনি! যিনি চিরকালের নিমিত্ত রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হলেন তাঁরি করে সমর্পণ কোরে চল্লেম, কিন্তু যদি সহায়বিহীনা অবলা দেখে বল প্রকাশ করেন দেখ সে সময়ে যেন আমাদের ডাক্‌তে ভুলনা। (প্রস্থান।)

অনি। সুন্দরি! পরিচারিকারা কেহ এখানে নাই সখিরাও তো আমার উপর ভার দিয়ে গেল, এখন অনুমতি কর কি প্রিয়-কার্য্য কর্‌ব। সে যাহা হউক প্রিয়ে! আমাকে এই কথাটি সত্য করে বল এখানে আমায় কে আন্‌লে।

ঊষা। আন্‌বে আবার কে আপনিই এসেছেন, চোরকে কি কেউ আবার আদর করে ডেকে নিয়ে আসে, যে এস আমার ঘরে সিঁধ দেওসে।

অনি। আমি বুঝি খাটখানা পর্য্যন্তও মাথায় করে এনেছি।

ঊষা। তবে বুঝি ঝড়ে উড়িয়ে এনে থাকবে।

অনি। তুমি অবশ্যই জান তার কোন সন্দেহ নাই, আমার মাথা খাও বল্‌তেই হবে।

ঊষা। নাথ! তুচ্ছ কথায় দিব্বি দিলেন তবে বল্‌তেই হয়, চিত্রলেখা এনেচে।

অনি। প্রিয়ে! রাত আর বড় অধিক নাই, তবে চিত্রলেখাকে বল আমায় রেখে আসুক।

ঊষা। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হাঁ তা বলবে বটে।
(গ্রীবাবনত করিয়া রহিলেন।)

অনি। কেন প্রিয়ে, এমন করে রইলে কেন, আমার কথায় উত্তর দেওনা যে?

সিন্ধু—মধ্যমান।

উষা। যা'রে মন চায় প্রাণ চায় সদা দেখিতে।
সেজন করে না মনে আঁখি পথে থাকিতে॥
জীবন যৌবন মন, করিলাম সমর্পণ।
তবু সে পলায় কেন, হৃদয়েতে রাখিতে॥

অনি। অকারণে কেন দোষারোপ কর, বিবেচনা করে দেখ প্রভাত হয়ে গেলে লোকে দেখে তোমাকেই বা কি বল্‌বে, আমাকেই বা দেখে কি ভাববে।

উষা। আপনি কেন সে আশঙ্কাকে মনে স্থান দেন, আমার এ অন্তঃপুরে সখিরা ব্যতীত আর কা'রও আসবার অনুমতি নাই।

অনি। আচ্ছা তা যেন হল কালপ্রাতঃকালে যদি পিতা মাতা আমাকে না দেখ্‌তে পান তবে কি ভাববেন? একেবারে সমস্ত যাদব ব্যস্ত হবে।

উষা। নাথ! আপনি সেই ভাবনাই ভাবচেন, কিন্তু দুঃখিনীর দশা কি করে যাবেন তা একবার ভুলেও ভাবলেন না এক দিন যুগ-সহস্রের ন্যায় বোধ হয়ে [illegible], আবার সেই দিন আশ্চে।

সিন্ধু—মধ্যমান।

কেমনে হে হ'বে অদর্শন, প্রাণ ধন।
অনেক যতনে যদি হইল মিলন, এখন॥

দুঃখিনী কামিনী বলে, অনায়াসে যা'বে ফেলে,
পুন অদর্শন হলে, দেহেতে কি রবে জীবন।

অনি। প্রিয়ে! আর কেন লজ্জা দেও, আমি স্বীকার ক-
ল্লেম তুমি যখন যেতে বল্‌বে তখন যা'ব, আর
রাত নাই একটু ঘুমুলে ভাল হয় না।

উষা। চলুন, সখিরা ত জান্‌লা খুলে দিই গে বলে পালাল
তবে আমরা একটু শুইগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

উষানিরুদ্ধ নাটক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রমোদ কানন।

মদ। (নেপথ্যে)—

মুলতান—আড়া-ঠেকা।

আকুল করিল মন কুসুম বকুলে রে।
সাধে কি হারায় কুল কুলবতী কুলে রে॥
ফুটিল বকুল ফুল, ব্যাকুল কামিনী কুল,
কিসে আর রবে কুল, দাঁড়ায় অকুলে রে।
পিক ডাকে কুহুস্বরে, যেন কৃষ্ণ বংশী ধরে,
বলে কোথা গোপিনীরে, এস তরু মূলে রে॥

[পুষ্পচয়ন করিতে করিতে মদলেখার প্রবেশ]

(স্বগত) কাল বিনি সুতয় হার গেঁথে ছিলুম যুবরাজ দেখে বড় সন্তুষ্টু হয়েচেন, আজ একটু ভাল করে গাঁথ্‌তে হবে। (পুষ্পচয়নারম্ভ।)

[লবঙ্গিকার প্রেবেশ।]

(স্বগত) এই যে মদলেখা ফুল তুল্‌চে, এই ছুই, সর্ব্ব-নাশিনীতেই ত রাত্তির দিন রাজ-নন্দিনীর কাছে

ফিস্ ফিস্ করে করে এত সর্ব্বনাশ করে তুলেচে, যে দিন সকল কার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে, সেই দিনেই টের পাবে।

মদ। কিলো লবঙ্গিকে এক মনে কি ভাবতে ভাবতে আশ্চিস?

লব। সখি! তোমার ফুলতোলা রেখে দেও, এখন যা তুলেছ তা সামলাও।

মদ। (নিকট গিয়া) কি হয়েচে কি হয়েচে কেউ কি টের পেয়েছে নাকি?

লব। টের পাবেনা ত কি, রাণীই টের পেয়েছেন, এখন আমাদের টের পাওয়াবেন।

মদ। তোরে কি কিছু বল্লেন নাকি?

লব। বলেন না আবার ঠারেঠোরে কত কি বল্লেন।

মদ। কি বল্লেন, বল্ না, চুপকরে রইলি কেন?

লব। বলোন হেঁরা লবঙ্গিকে উষাকে যে আর বড় দেখ্তে পাইনে? আগে সারাদিন আমার কাছে বসে থাক্ত, এখন দশদিন বারদিন আন্তর মা কি কোচ্চ বলেই সরে যায়, আর দেখ্তে পাইনে, আমিও সারাদিন কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকি দুদণ্ড যে গিয়ে ও মহলে বসব তাও পারিনে আইবড় মেয়ে অমন করে থা[illegible] রীত ভিত গুণ দেখে ভালবোধ হয় না, তোরা সদাসর্ব্বদা কাছে থাকিস ত?—আমার এই কথা শুনে প্রাণটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। ভাই যে রকম, দেখ্চি এতে ত

সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আজ কালের মধ্যেই রাণী মেয়েকে দেখ্‌তে আসবেন, এলেই ত ঝি জামাই একেবারে দেখবেন। আর যদিও আমরা সদাসর্ব্বদা সাবধান থাকি তা দেখ্‌তে পাবেন না বটে, কিন্তু মেয়ের (গর্ব্ভদিকে দেখাইয়া) ইটিরদিগে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ্‌লে কি রকম হবে ভেবে দেখ দেখি।

মদ। বলিস্ কি আমার যে গা সিউরে উঠল, এই দেখ্ গায়ে কাঁটা দিয়েচে, এখন কি করা উচিত?

লব। যা উচিত তা কর ভাই, আমার ত ভয়ে পেটে হাত পা সেঁদিয়ে গেছে বল্লেই হয়।

[রাণীর প্রবেশ।]

রাণী। কি রে লবঙ্গিকে কি বল্‌চিস, পেটে হাত পা সেঁদিয়ে গেছে কি বল্‌চিস তিন চারটে ছুঁড়িতে একত্র হয়ে বুঝি আমার মাথা খেয়েচিস, সত্তিকরে বল, নইলে এখনি রাজাকে বলে সকলকে শালে দেব।

মদ। (স্বগত) "যে পথে বাঘের ভয় সেই পথেই সন্দে হয়" যা ভাবছিলুম তাই ঘোট্‌ল।

রাণী। কি রে লবঙ্গিকে চুপ করে রইলি যে? আমার কথায় উত্তর দিস্‌নে কেন?

লব। দেবি কি বলব আমাদেরি কপাল ভেঙ্গেচে।

রাণী। কি হয়েচে শিগ্গির করে বল নইলে এখনি রাজা আশ্চেন এর প্রতিফল দেব।

লব। আপনি যা ভেবেচেন তাই হয়েচে। কে একজন নবীন

পুরুষ, দেবতাই হবেন কি গন্ধর্ব্বই হবেন নিত্তি রাজ-নন্দিনীর কাছে এসেন, দিনেরবেলাও এক এক-দিন থাকেন দেখেচি, কিন্তু রাজ-কুমারী সেখানে আমাদের যেতে দেন না, আর আপনিও দেখেন না প্রায় গর্ব্বের লক্ষণ হয়েচে, আমরা ভয়ে আপনার কাছে কিছু বল্‌তে পারিনে।

রাণী। (মাতায় হাত দিয়া বসিতেং) কি বল্লি একেবারে আমার মাথা খেয়েচিস, গর্ব্ব পর্য্যন্ত হয়েচে, হা বি-ধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? এখন লোকের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে, রাজাকেই বা বলব কি, হা! আমি অভাগি কি এই দেখ্‌তে বেঁচে আছি কোথায় রাজার ছেলেকে বরণ করে তুলব তা নয় কলঙ্কের ডালি মাতায় নিতে হল, পর্ব্বতের ন্যায় রাজার উচ্চ মাথা মাটিতে হেঁট হল (লবঙ্গিকার প্রতি) হাঁরে সর্ব্বনাশীরে তোরা কি এত দিন এই কচ্ছিলি? আমি মনে করেছিলেম, মেয়ে আমার সম-বয়শীদের সঙ্গে আহ্লাদ আমদে আছে ভাল, তা আমার কপাল হতে যে আমদ গড়িয়ে পড়বে তা স্বপ্নেও জানিনে। হায় হায়! আমি এমন কাল সাপিনীকে উদরে স্থান দিয়েছিলেম, যে যাদের হতে পৃথিবী দেখলে শেষ তাদেরি দংশালে। আমার এমন অকলঙ্ক কুলে কালি পড়ল, কি বলব রাজারি সকল দোষ তিনি যদি এত দিন বিয়ে দিতেন তা

হলে কি এ আবাগীকে এত ক্লেশ পেতে হ'ত ? বড় যুদ্ধ যুদ্ধ করেন এখন যুদ্ধ নিয়ে ধুয়ে খান। কি বল্লি লবঙ্গিকে দিনের বেলাও ঘরে থাকে।

লব। আমরা কি সেদিকে যেতে পাই দিবানিশী কেবল হাসি আর পাশাখেলা নিয়ে আছেন, আমরা পান কি কিছু দিতে গেলে আপনি উঠে এসে ন্যান।

রাণী। আঃ আবাগীর কি এত বুকেরপাটা গা যে দিন রাত জ্ঞান নাইক। (নেপথ্যে ভেরিধ্বনি মদলেখাও লবঙ্গিকা ত্রাসযুক্ত হইল) তোরা এখন পালা রাজা আশ্চেন, যদি একথা শুনে থাকেন তাহলে তোদের দেখ্‌লেই কেটে ফেলবেন।

[লববঙ্গিকা মদলেখার প্রস্থান এক বৃক্ষান্তরালে রাণী বসিলেন।]

[রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।]

রাজা। (একদিগে বিদূষকের প্রতি) তার পর।

বিদূ। তার পর শুনবেন, ভোজন প্রিয় গোস্বামি কলার তন্ত্রে মণ্ডা মাহাত্ম্যে লিখে গিয়াছেন, " কচুরি জিলাপি লুচি গজা খাজা প্রভিতয়ঃ। স্বজাতে পূজ্যতে সর্ব্বে মণ্ডা সর্ব্বত্র পূজ্যতে " ॥ দেখুন মহারাজ আপনার আপনার জাতিতেই লুচি কচুরি পূজ্য হয়ে থাকে, অন্য জাতিতে অস্পৃশ্য হয়ে পড়ে, কিন্তু মণ্ডা যে জাতিতে হোক দিলে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্তও হাস্‌তে হাস্‌তে আশীর্ব্বাদ করে হাত পেতে ন্যান।

রাজা। বয়স্য! ভাল ভাল এ শাস্ত্র কত দিন শিক্ষা করা হয়েচে?

বিদু। কত্তকাল আবার জিজ্ঞাসা করেন "যাবৎ মেরুস্থিতে দেবায়, যাবৎ গঙ্গা মহীতলে। চন্দ্রার্ক গগণে যাবৎ তাবৎ জানীহি নিশ্চিতং॥" মহারাজ! মণ্ডার মহাত্ম্য কি জানেন যে ব্যক্তি এঁর উপাশক হয় তারেই ইনি দয়া করেন, আর ইনি সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বোপাশ্য ও সর্ব্বজীবে দয়াবান।

মণ্ডা আর ভগবান সমান দুজনে।
সমভাবে দয়াবান সুজনে কুজনে॥
বিদুরের খুদ আর ভুপালে যা খান।
উভয়কে নারায়ণ দেখেন সমান॥
শ্রীধর গোপাল আদি গৃহদেব যত।
নৈবেদ্যের গেছো মণ্ডা খান অবিরত॥
রাজাদের রাজভোগে বিরাজিত যিনি।
ফলারের ফলারেতে অবতীর্ণ তিনি॥
কখন বা লুচি ক্ষীর সঙ্গে হয় বাস।
খই দই কোন কালে না হয় নিরাশ॥

উক্ত গোস্বামি মহাশয় লিখেগিয়েছেন "মণ্ডা মণ্ডেতি যোব্রুয়াৎ, যোজনানাং শতৈরপি। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ময়রালোকং স গচ্ছতি"॥ মণ্ডামণ্ডা বলে যে ব্যক্তি শতযোজন থেকে চীৎকার করে সে

সকল পাপ হ'তে মোচন হয়ে ময়রা লোকে গমন করে।

রাজা। সে কি সখে! ময়রা জন্ম কি লোকের উপাস্য? সে যে অতি নীচ জাতি?

বিদূ। বয়স্য! আপনি রাজা, বিচার কার্য্যই ভাল জানেন আর যুদ্ধ-বিদ্যাও ভাল শিখেছেন, কিন্তু মোদক-কার যে কি মহাপুরুষ তা কি জান্‌বেন? এদের হাত পীঠ স্থান বল্যেই হয়, ভগবান বলেচেন একটি ব্রা-হ্মণ তুষ্ট হলেই আমি তুষ্ট হই, তা দেখুন একজন সারাদিন উপবাস করে তুলসী দিয়ে মলেও তিনি চাগেন না, কিন্তু একটি ব্রাহ্মণকে দুটো খাশা গোল্লা দিলে তৃপ্তোস্মিজাতঃ বোলে বসে, তা বিবেচনা করুন মহারাজ প্রতিদিন এক এক জন মোদক-কার কত ব্রাহ্মণের মনে সন্তোষ জন্মায়? অতএব ওদের কি আর ম'লে জন্ম হবে?

রাজা। আচ্ছা তাই যেন হল, কিন্তু ভাই তুমি কেমন করে বলো যে মণ্ডা নীচ লোকে দিলেও পূজ্য হয়?

বিদূ। মহারাজ! ঐ জন্যেইত বলি কেবল রাজনীতি নিয়ে সদাসর্ব্বদা থাকেন, আমার শাস্ত্রটা পড়ে রাখুন অ-নেক সময়ে উপকার দেখ্‌বে, পূর্ব্বোক্ত গোস্বামী মহাশয় তাঁহার উনত্রিংশৎ অধ্যায়ের একস্থানে লিখে গিয়েছেন "সুখদা মোক্ষদা গোল্লা গঙ্গাজল সমন্বিতা। প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যো নহি জাতি বিচা-রয়েৎ॥"

রাজা। বেশ বেশ আর বল্‌তে হবে না, দুদিন তোমার সঙ্গে এই প্রকার শাস্ত্রের বিচার কল্যে উদরকে ময়রার দোকান কত্তে হয়।

বিদূ। তবে ত মহারাজ আমার শাস্ত্রের মনোযোগিতা গুণ আছে দেখুন মহারাজ দেখুন। (নৃত্যারম্ভ)

রাজা। বয়স্য ! দেখ ত কে ওখানে অমন করে বসে রয়েছে রাজ্ঞী নয় ?

বিদূ। রাজ্ঞীই ত বটে, তা থাকবেন না কেন ?

রাজা। কেন আমি ত কোন বিষয়ে অপরাধী নই।

বিদূ। নন কেমন করে? এই দুঃখি ব্রাহ্মণের ছেলের ক্ষিদেয় নাড়ী জ্বলে যাচ্চে, কেবল পেটে হাত বুলিয়ে আপনার সঙ্গে বনে বনে ঘুরে ব্যাড়াচ্চি, উনি পরম দয়াবতী দুঃখিতা হবেন না ?

রাজা। উদরপরায়ণেরা কেবল আপনার মনোভীষ্টই অনুসন্ধান করে, এখন এস ওঁরে জিজ্ঞাসা করিগে।

বিদূ। তবে চলুন।

রাজা। (রাণীর নিকটে গিয়া) রাজ্ঞী আজ এমন করে নির্জ্জন স্থানে এসে বসে রয়েছ কেন ? আমি ত কোন বিষয়ে তোমার কাছে অপরাধী নই।

রাণী। (সসম্ভ্রমে) আসুন মহারাজ ! আমি অভিমানিনী হয়ে থাক্‌ব কেন, আপনার অপেক্ষা কচ্চি, আজ বড় সুখের দিন, চলুন দুজনে গিয়ে একবার নাতির মুখ দেখে আসি, আমি ভাব ছিলাম

আপনি কিছু যৌতুক আনলেন কি না না হয় গলায
যে হার আছে তাতেই হবে এখন।

রাজা। রাজ্ঞী কি বলচ স্পষ্ট করে বল আমি ত এর কিছুই
বুঝতে পাচ্চিনে ?

রাণী। (স্বগত) আমার মাতা খেয়ে তোমার সেই বুদ্ধিই
যদি থাকবে, সকল বুজতেই যদি পারবে তা'হলে এ
অভাগীর কপালে এত লাঞ্ছনা ঘটবে কেন ?

রাজা। রাজ্ঞী চুপ করে রইলে যে, আমায় শীঘ্র করে বল
কি হয়েচে ?

রাণী। হবে আর কি সকলি মঙ্গলের বিষয় হয়েচে, আ-
পনি অতি ভাগ্যবান যে একদিনের জন্যে কন্যাদায়ে
ঠেকতে হলনা একেবারে নাতির মুখ দেখবেন।

রাজা। কি বল্যে উষা কি গোপনে কাকেও বরণ করেছে
না কি ?

রাণী। এখন কি তাই খোঁজ নিচ্চেন মেয়ের সাধের উ-
দ্যোগ করুন, বিয়ের সময় সকলকে ফাঁকি দিয়েছেন
অধিক কি আমরা পর্য্যন্তও ফাঁকিতে পড়েছি, তা
বলে ত এখন শুভ সাধে কুটুম্ব সজ্জনকে ফাঁকি দিতে
পারবেন না।

রাজা। এঁ্যা আমার ঘরে এই কাজ হয়েচে আজ কোটা-
লের স্ববংশ নিধন করব সে বেটা এই পাহারা
দিচ্চে নাকি, কৈ হ্যায় ?

কঞ্চু। ক্যা হুকুম মহারাজ ?

রাজা। কোতওয়ালকো বোঁলায় লে আও।

কঞ্চু। যো হুকুম মহারাজকি। (প্রস্থান)

বিদূ। (স্বগত) ভাঙ্গারি ভাঙ্গে, আমি গরিব দুঃখি ব্রাহ্মণের ছেলে রাজার আশ্রয়ে আছি, কোথায় মনে করে ছিলেম, রাজকন্যের বিবাহ হলে ব্রাহ্মণীকে ভাল রাজ অলঙ্কারে ভূষিত করব না তিনি সে আশায় ছাই দিয়ে রেখেছেন। সকলি অদৃষ্টের ফের।

রাজা। রাজ্ঞী তোমাকে এ সব সংবাদ কে দিলে ?

রাণী। দেবে আবার কে, পাপকর্ম্ম কি ছাপা থাকে? ধর্ম্মই প্রকাশ করেছেন, সখীদের মুখেই ব্যক্ত হোল।

রাজা। তা তারা কি এতদিন বলেনি ?

রাণী। তোমার যে কুলের ধ্বজা মেয়ে কাকেও কি বলতে দিয়ে ছিল, সকলকে ভয় দেখিয়ে রেখেছিল তারা প্রাণের ভয়ে বলেনি এখন চাপাচাপি কত্তে বলে কে একজন নবীনপুরুষ দিন রাত রাজ-কুমারীর ঘরে থাকে, গর্ভ পর্য্যন্ত হয়েছে, মহারাজ দেখ দেখি তুমি যদি এত দিন বিয়ে দিতে, তা' হ'লে কি এখন উচ্চ মাতা হেঁট হত ?

রাজা। (সক্রোধে) কি বল্লে দিন রাত ঘরে থাকে তবে এথনি গেলেত দেখ্তে পাব আমি যাই (দণ্ডায়মান হইয়া) এখনি গিয়ে সে পাপাত্মার মুণ্ডচ্ছেদন করে আন্‌ছি, সে জানেনা যে আমার ঘরে এই কাজ।

বিদূ। (একদিকে) হুঁঃ ওঁর ঘরে করবে না তবে আমার

ঘরে করবে না কি? ব্রাহ্মণীর এত যে বয়েস হয়েচে তবু যার চক্ষের আড়ালটি করিনে।

রাণী। মহারাজ বসুন বসুন এখন একেবারে এত রাগান্ধ হলে কি হবে? অগ্রে বিবেচনা করা উচিত ছিল।

বিদূ। মহারাজ! আমি নিবেদন করি শুনুন, যে ব্যক্তি এমন ঘরে চুরি করেচে সে কখনই সামান্য লোক নয় আর সে যে হোক এখন আপনার জামাতা হয়েচে, তারে প্রাণে মেরে কি কন্যার বৈধব্যযন্ত্রণা দেখ্‌বেন?

রাজা। তুই পেটুক ব্রাহ্মণ তোর কি বুদ্ধি আছে বল তুই কেবল খেতে জানিস বইত নয়। মেয়ের বৈধব্য যন্ত্রণা দেখ্‌ব দুটকেই একেবারে বিনাশ করব, সে পাপীয়সীর বাঁচায় আবশ্যক কি?

[কোটালের সঙ্গী সঙ্গে প্রবেশ।]

রাজা। আরে হারামজাদে! তোম্‌কো কোতওয়ালি দে কর হামারা এহি হাল হুয়া, নেমখারাম, মাতো-য়ালা, রেয়িয়াৎ কো উপর জবরদস্তি করকে তো-মারা পেট নেহি ভরা আব হামারে ঘরমে চোরি করণে লাগা, আজ তুঝে ঘর বার সমেত জানসে মারেঙ্গে।

কোটাল। (করজোড়ে) মহারাজ! গোলাম সে কেয়া-কসুর হুয়া হুকুম দিজিয়ে যো তাদারক হোএ।

রাজা। ভালা হারামজাদে! আব্‌তক ক্যা সোয়া থা? আজ তুঝে হুঁস হুঁয়া, উষাকা ঘরমে হররোজ কে

আতা হ্যায়, তু চোটা ঘুস খাকর নেহি দেখ্‌তা হ্যায়।

কোটাল। (করজোড়ে) মহারাজ! আপ্ জানকো মা-লেক্ হ্যায়, চাহে মারে চাহে রাখে, আগর হুকুম হোতো আজ রাতকো চোরন কো গ্রেফ্‌তার করেঙ্গে.

রাজা। আভি চল হারামজাদ।

কোটাল। বহুত খোব খাবিন।

রাজা। দেবী এই দেখ অবিলম্বে সে পাপাত্মাকে বন্ধন করে আন্‌চি, তুমি অন্তঃপুরে গমন কর।

[রাজা বিদূষক ও কোটালগণের প্রস্থান।

রাণী। (স্বগত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া।) হায়! এখন আমি বিষম শঙ্কটে পড়্‌লেম দেখ্‌তে পাচ্চি রাজা যে প্রকার রেগে গেলেন, প্রাণে মেরে ফেল্‌লেও ফেল্‌তে পারেন, তাহলে তো মেয়ে আমার বাঁচবে না, অপকর্ম্ম করেছে বটে, হাজার হোক তবুত আমার পেটের সন্তান, আমি কি মা হয়ে তার দুঃখ স্বচক্ষে দেখ্‌ব, হে বিধাতা তোমার মনে কি এই ছিল! আহা! বড় মনে আশা ছিল যে আমার একটিতে দুটি হবে, আমি জামাই দেখে সুখি হব, আমার সে আশায় বজ্রাঘাত পড়্‌লো (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর ভাবলে কি হবে যাই কোনমতে রাজাকে শান্ত্বনা করিগে।

[রাণীর প্রস্থান।

উষানিরুদ্ধ নাটক।

পঞ্চম অঙ্ক।

উষার উপবেশনাগার।

[উষা ও অনিরুদ্ধ পাশা খেলিতেছে।]

উষা। কেমন নাথ! আমি পূর্ব্বেই ত বলে ছিলেম তুমি আমার সঙ্গে খেলতে পারবে না, এখন সে কথা ফল্লতো?

অনি। প্রিয়ে! তুমি জিত্‌বে এত বড় আশ্চর্য্য নয়, তোমার মুখপঙ্কজে নয়ন-ভ্রমর-দ্বয়কে দেখে, আমার নেত্র মধুকর-দ্বয় স্বজাতি হিংসায় কেবল তর্জ্জন গর্জ্জন করে সেই দিকেই চেয়ে থাকে যখন তুমি নয়ন মুদিত কর তখনই এরা সন্তুষ্ট হয়, মনে মনে আশাকরে এই সময় নির্জ্জনে মধুপান করি। তা খেলার দিগে দেখব কি।

উষা। (ঈষদ্ হাসা করিয়া) নাথ! তুমি এত ছলের কথা কোথায় শিখেচ, তোমার কথার ঘোর ফেরের ভেতর সেঁদোন ভার যে? আমি ঘুমুলেই কি বড় সুখে থাক।

অনি। না প্রিয়ে তুমি এমন মনে করোনা, আমার যে

দুটি শ্রবণ এদের আবার ভিন্ন গতি, যেমন কোন সুগায়ক গুণি ব্যক্তি তানলয়ের অসংলগ্ন গান শুনলে অতিশয় ত্যাক্ত-জনক বোধ করে, তেমনি এরাও অন্যের বাক্য শুনতে প্রিয় নয়, দিবানিশী কেবল তোমার বদন সুধাকর নিঃসৃত সুধারাশি প্রয়াসী হয়ে থাকে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ এদের বাসনা কখনই তৃপ্ত হয় না যত শুনে ততই আশার বৃদ্ধি হয়।

উষা। দেশ—খেম্‌টা।

সাধে কি ভুলিয়ে আছি তোমার অতুল গুণে।
খেলাতে জিনেছি বটে কে জিনিবে সুবচনে ॥
কামিনী কুসুম কলি, তাহে তুমি নব অলি,
হৃদয়ে রাখিতে সাধ সতীত্ব পিযূষ দানে।
দেখ দেখ প্রাণকান্ত, না হতে জীবনে অন্ত,
প্রণয়ে দিও না ক্ষান্ত, ধরি তব শ্রীচরণে ॥

[চিত্রলেখার প্রবেশ।]

চিত্র। সজনি! বড় বিপদ উপস্থিত, রাজা তোমাকে দেখতে আশ্চেন, এই বেলা সাবধান হও, বুঝি সকলি টের পেয়েছেন, কোটাল স্বসৈন্যে বাড়ী ঘিরেচে এখনি বোধ হয় সন্ধান নেবে, আমি আর দাঁড়াতে পারিনে দেখিগে ও দিকে কি হচ্চে, তোমার যা বিবেচনা হয় কর।

[চিত্রলেখার প্রস্থান।

উষা। নাথ! কি হবে, এখন উপায় কি? আমি আমার জন্যে ভাবিনে আপনার জন্যেই ভাবনা।

অনি। প্রিয়ে ভয় কি, তুমি একে গর্ভমন্থরা হয়েচ এত উতলা হ'বার আবশ্যক কি? শ্বশুর মহাশয় আশ্চেন ভালই হয়েচে এতে চিন্তার বিষয় কি আছে? আমার এত দিনে জন্ম সফল হ'ল, আমি এমনি নরাধম যে এত দিন এসেচি একদিনও তাঁর সঙ্গে দেখা কত্তে পারিনে আজ তাঁরে প্রণাম করে দেহ পবিত্র হবে।

উষা। সে কি নাথ! আপনি এমন কথা বলেন কেন? বিপদকালে পরিহাস উচিত নয়, এ অধিনীর অনুরোধ রাখুন এই বেলা আপনাকে কোন স্থানে গোপন করে রাখি। রাজার স্বভাব আপনি জানেন না। তিনি অতিশয় ক্রোধান্ধ এখনি আপনাকে দেখলে বিষম বিপদ উপস্থিত হবে।

অনি। প্রিয়ে! একে তুমি কামিনী, তায় তোমার স্বভাব অতিশয় কোমল, তেমন সাহস ও শক্তি থাক্‌লে এমন কথা বলতে না। কাপুরুষ যা'রা তা'রাই প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে থাকে, আমি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, কন্দর্পের পুত্র, আমি লুকুলে লোকে এর পর জাত্তে-পাল্লে বলবে কি, আর তাহলে যাদবদের কাছে এর পর মুখ দেখাব কেমন করে। তারা বলবে ছি ছি তুমি এমন নিস্তেজী যে ক্ষত্রিয় হয়ে প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে ছিলে। তখন যে বাক্যবাণে 'আমার প্রাণ

যাবে, লোকে কথায় বলে "যাক প্রাণ থাক মান" তা প্রিয়ে আমি কি প্রাণের ভয়ে পিতৃ পুরুষ-পরম্পরা ধারাবাহিনী চিরসংস্থাপিনী মান লতাকে সুকৃতি বৃক্ষের আশ্রয় হইতে নিক্ষেপ করিতে পারি? যে ব্যক্তির যথার্থ পুরুষার্থ আছে সে প্রাণ দিয়েও উক্ত লতাকে শাখা প্রশাখায় বৃদ্ধি করে। আর তুমি এমন মনে কর না যে আমি যুদ্ধে বিমুখ হ'ব' কোটালদের আস্ফালন শুনে আমার তিলার্দ্ধও মনে শঙ্কা হয় নাই।

উষা। আপনি একক সহায় বিহীন তারা অনেকে সশস্ত্র হয়ে একেবারে বাড়ী ঘিরেচে এখনি এঘরে এসে আমাদের ঘিরে ফেল্যে কি হবে।

অনি। প্রেয়সি! তুমি মনে থেকে সে আশঙ্কাকে তাড়িয়ে দিয়ে আমার এই উরুদেশে মস্তক রেখে নিদ্রা যাও, অধিক ভেবনা, ভাবলে আবার অসুখ করবে, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তা এখন আমি কর্‌ব, তাতে তুমি ভয় পাও কেন?

উষা। নাথ আপনি বলচেন বটে, কিন্তু আমার প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চে, আমার বোধ হচ্চে যেন এত দিনের পর আপনাকে হারালুম, আমাকে ধরুন আমার গা কাঁপচে।

অনি। প্রেয়সি! এস এস আমার পাশে এসে বস। (হস্ত-ধরিয়া বসাইতে বসাইতে) ভয় কি, ভয় কি, প্রিয়ে

আমি কাছে থাকতে তোমার শঙ্কার বিষয় কি আছে? যতক্ষণ এদেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ কেউ তোমাকে কিছু বলতে পারবে না। (হস্তদ্বয়রা স্কন্ধদেশ ধারণ পূর্ব্বক) এই দেখ তোমাকে বাহু নির্ম্মিত দুর্গে সংস্থাপন করে নয়নকে প্রহরী রাখলেম, বাক্যাস্ত্রেই সকলকে পরাভব করব এখন।

উষা। আপনি রাজার ক্ষমতার কথা শোনেন নাই, তিনি তপস্যা করাতে ভগবান পার্ব্বতীনাথ বর দিয়েচেন আমার সমান ব্যক্তি না হলে তোমাকে জয় কত্তে পারবে না, তা তাঁর সঙ্গে কে পারবে? তায় আবার আপনি নিরস্ত্র কোটালেরা সকলেই সশস্ত্র।

অনি। তাতেই বা তুমি চিন্তাকুলা হও কেন? জামাতা সন্তান তুল্য তা সন্তানের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে কি তিনি লজ্জিত হয়েন না? তুমি দেখ তিনি কখনই অস্ত্র ধত্তে পারেন না; আর কোটালেরদের কথা কি বলচ ছাগের সাধ্য কি সিংহের সম্মুখে এসে রণ করে।

নেপথ্যে। তোম সব হোসেয়ার হও চোট্টা পাকড়া গিয়া।

উষা। হা প্রাণনাথ কি হল, হায় হায়! আর বুঝি রাখতে পাল্লেম না। (মুর্চ্ছা)

অনি। (স্বগত) একি? কি শব্দ হল? কোটালেরা বুঝি এসেচে।

[স্বসৈন্য রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।]

কোটাল। মহারাজ হুকুম হোত চোরনকা শীর আভি জুদা করে।

প্র। (একদিকে) দেখ ভাই কেমন চোর শালা বসে রয়েচে, যেমন কোন রাজার ছেলে সিংহাসনে বসে রয়েছে উঁ ব্যাটার মাথাটা ঘেটু ভাঙ্গা করে ভাঙতে পারি তবেত রাগ যায়।

রাজা। (বিদূষকের প্রতি) আহা! যদিও এ আমার অতিশয় অপকাজ করেছে বটে কিন্তু স্বাভাবিক স্নেহ বশতঃ হাত উঠচেনা। উষা যদি আমাকে আগে বলত, তা হলে আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক এর সঙ্গে বিয়ে দিতেম, (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) এখন কি করি আমার এক হাত লোকলজ্জায় আকর্ষণ কচ্চে, অন্যদিকে স্নেহ আবার অন্যহাত ধরে টান্‌চে এখন কোন্‌দিকে যাই।

বিদূ। আমি বল্যো আবার আমারি উপর দিয়ে হয়ে যায় নইলে কিন্তু—(দাড়িচুলকানা)

রাজা। কি বলছিলে বলনা, আবার থামলে কেন?

বিদূ। বলি না এই একবার পরিচয়টা নিলে ভাল ছিল না নাহলে এক জনকে প্রাণে মেরে আবার রাজাশুদ্ধ নিয়ে টানাটানি পড়বে, ইচ্ছা পূর্ব্বক কেউটে শাপকে ঘাঁটান কিছু নয়, দেখেচেনত নিকট মরণকেও ভ্রূক্ষেপ কচ্চে না।

রাজা। পরিচয় নেওয়ায় ক্ষতি কি; সহসা মেরে ফেলাটাও ভাল হয় না, নইলে এত আমার হাতের ভেতর রয়েচে বল্যোই হয়, যখনি মনে করব তখনি বিনাশ করব।

[রাণীর প্রবেশ।]

রাজা। দেবি. তুমি এখানে কেন?

রাণী। মহারাজ! আমি আপনাকে দেখ্‌তে এলেম, আপনি ক্রোধান্ধ হয়ে এখনি সর্ব্বনাশ কর্‌বেন, সেই জন্যেই আমার আসা (অনিরুদ্ধকে দেখিয়া) আহা হা! মহারাজ! দেখুন দেখি, কিরূপ, এমন রূপবান ছেলে ত কখন নীচলোকের ঘরে হতে পারে না, মহারাজ! এরে প্রাণে মারবেন না, আগে পরিচয় নেন।

রাজা। আমি কোটাল কে ইশারা করে দিয়েছি, এখনি সভাতে ধরে নিয়েগেলে পরিচয় নেব। এখন কিছু না বল্যে লোকে নিন্দে করবে, অবশ্য কোন রাজার ছেলে হবে, তার কোন সন্দেহ নাই, সাহস ও প্রকৃতি দেখে বিলক্ষণ বোধ হয়েচে, দেবি চল আর আমাদের এখানে থাকা উচিত হয় না।

রাণী। আপনি আগে আগে চলুন (গমন করিতেং স্বগত) আহা! আবাগী কেন আমাকে আগে বল্যেনা, কেবল আমাদের কলঙ্ক সাগরে ডোবাবে বলে কি ওর মনে এই ছিল? । হায় হায়! কোন অভাগিনী এমন ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে প্রাণধরে রয়েচে যেন ময়ূরথেকে কাত্তিক নেবে এসেচে, উষার নাকি নিতান্ত কপাল মন্দ, তাই সুখি হয়েও চিরকালের মত দুঃখিনী হল।

[রাজা বিদূষক ও রাণীর প্রস্থান।

অনি। (স্বগত) এ কি! প্রাণেশ্বরী কি ঘুমুলেন? হতেও পারে, চিন্তাতে শরীর অবসন্ন হয়ে ছিল নাকি; একটু অন্যমনস্ক হয়েছি অমনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কোটা। আবি উঠ্‌কে চল বাবা, বহুৎ মজাকিয়া, আবি মালুম্ হোগা।

অনি। ওরে নিশাচর! সকল তোদের কি প্রাণের ভয় নাই? দেখ্‌তে পাচ্চিস জীবিতেশ্বরী ঘুমুলেন, এখনি জাগিলে তোদের মস্তক নেব। (স্বগত) বোধ হয় প্রিয়া ঘুমন নাই, তাহলে এখনি জাগ্‌তেন, ভয়ে মূর্চ্ছিতা হয়েছেন বুঝি? (প্রকাশ্যে) প্রেয়সি! এমন অচেতনা হয়ে পোড়্‌লে কেন? উঠ উঠ, তুমি আবার এমন সময় কেন বিপদ ঘটাও, উঠে আমার সঙ্গে কথাকও, তোমার এত ঘুমনয় তাহলে কি মুখশ্রী এত মলিনা হত?

কোটা। (হস্ত ধরিতে উদ্ধত হইয়া) উঠকে মসান্‌মে চল বাবা বহুৎ হুয়া।

অনি। ওরে দুরাত্মা সকল যত কিছু না বলি ততই যে তোদের আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হচ্চে বুঝি মরণ নিকট উপস্থিত হল।

[উঠিয়া যুদ্ধারম্ভ।]

কোটা। বাঁধ শালাকো।

[কোটালেরা ধরিতে উদ্ধত হইলে যবনিকা পতন।

উষানিরুদ্ধ নাটক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

কারাগার।

[নাগপাশে আবদ্ধ অনিরুদ্ধের শয়ন]

অনি। হায়! আমি কি কাপুরুষ! এখনো এই বন্ধন দশায় পড়ে আছি, হে বিধি! কেন তুমি আমাকে ক্ষেত্রিয়কুলে জন্ম দিয়ে ছিলে? আর যদি তাও দিয়েছিলে, কেন আমি রাজ বংশে জন্মে ছিলুম! কেবল কি এই দুর্দ্দশা গুলন হবে বলে! আমি যদুকুলে জন্মে একটা রাজার কাছে পরাভূত হলেম' পরাভূত হলেম হলেম আবার বন্ধন দশায় থাক্‌তে হল? এর চেয়ে লজ্জাকর বিষয় আর কি আছে। আমি বাণরাজাকে এমন করে বেঁধে লয়ে গে পিতামহের নিকট উপস্থিত হতে পাল্লেম না। এরচেয়ে যে মৃত্যুও আমার পক্ষে কল্যাণ দায়ক ছিল। হা যাদবগণ! তোমাদের সহায়ে ত্রিভুবন-কে জয় করেছি এখন অসহায়েই ত এমন বিপদে পোড়তে হল, একবার এসময়ে যদি তোমাদের দেখা

পাই তাহলে অবিলম্বেই বাণ পুরী সমভূম কত্তে পারি। যদি আমার ধনুর্ব্বাণ কাছে থাকত তাহলে কি পরাভূত হতেম, বাণে বাণে বাণ দেহ খণ্ড খণ্ড করে ফেল্‌তেম, আমায় নিরস্ত্র দেখে অন্যায় যুদ্ধে পরাভব কল্যে এই নিমিত্তেই বীরগণ বলে থাকেন. ক্ষত্রিয় কখন নিরস্ত্র থাক্‌বেনা, কখন কি বিপদ উপস্থিত হয়। হা প্রিয়ে! এখন তোমার কথা যথার্থ হল, আমি তোমাকে আশ্বাস দিয়ে ছিলেম রাজা জামাতা অঙ্গে কখনই হস্তোত্তলন কত্তে পার-বেন না, সে কথা বিফল হল। মৃত্যু! এসময়ে আমায় একবার দেখাদেও তোমার সহিত সখ্যতা করি, দেখ জগতে যাবদীয় জীব আছে, কেহই তোমাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক জীবন দিতে প্রস্তুত হয় না আমি প্রস্তুত আছি তুমি এই উপহার গ্রহণ করে আমায় এই লজ্জাসাগর থেকে পরিত্রাণ কর। (পার্শে দেখি) এখানে কোন অস্ত্র নাই যে এখনি আপ-নার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করি, যে বক্ষস্থলে অমৃত কলস স-দৃশ প্রিয়া পয়োধর দিবানিশি অবস্থান কর্‌ত, এখন সেই স্থানে ফণিরাজি বিরাজ কর্ত্তে লাগল। মা শতদ্রু! এতদিনে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হল, এত দিনে তোমার সপত্নী বৈর নির্যাতনসম্পন্ন হলো, এখন তোমার সন্তানেরা অমর হলেন, পূর্ব্বে দ্বিজিহ্বা মাত্র হয়ে ছিল এখন শতফণায় বিস্তারিত

হয়েচে। কোন রক্ষককেও যে দেখ্‌তে পাইনে তা হলে তার হাতের অস্ত্র ভিক্ষা করে নিয়েও এ হত-ভাগ্য প্রাণের শেষ করি, যদি সে কোন পুরস্কার প্রার্থনা করে তা হলে অঙ্গের তাবৎ অলঙ্কার তারে দি অথবা সে যদি আমার হস্তে অস্ত্র দিতে ভরসা না করে আমি আপনিই বক্ষস্থল বিস্তারিত করে দি, সে স্বহস্তে অস্ত্র প্রবেশ করুক। রে কো-টাল! এখন কোথায় রইলি ভ্রাতার শোকানলে তোর দেহ দগ্ধ হচ্চে এই সময়ে এসে আমার রুধিরে স্নান করে সে অনল স্নিগ্ধ কুর। হায়! এক্ষণে সে ভয়শীলার দশা কি হচ্চে, হে প্রিয়ে! আমি কি নির্দ্দয় যে তোমাকে হারিয়ে এখনও বেঁচে রয়েচি, একটু কারও পায়ের শব্দ পেলে অমনি চম্‌কে উঠতে, কেউ চুপি চুপি কথা কইলে প্রণয় প্রকাশ হয়েছে বলে অমনি লুকিয়ে শুন্‌তে এখন সকলি প্রকাশ হয়েছে, পিতা মাতা কত যন্ত্রণা দিচ্চে, কত গঞ্জনা দিচ্চে, পরিজন কত পরিহাস কচ্চে, সকলি তোমাকে সইতে হচ্চে, তুমি লজ্জায় কারও কাছে মুখ তুলে কথাও কইতে পাচ্চ না। হায় হায়! এ সকলি কেবল এক জন নির্দ্দয়কে যৌবন সমর্পণ করো সইতে হলো, আমি তোমাকে কেন মূর্চ্ছাবস্থায় পরিত্যাগ করো এলেম, তোমায় উদ্ধার কত্তে যদি কোটালদের হাতে

আমার প্রাণ যেত এ যাতনাপেক্ষা সেও বরং ভাল ছিল, আমি এমনি নরাধম যে পূর্ব্বে তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা কল্যেম, যে "আমার প্রাণ না বিনাশ কর্ত্তে পাল্যে এ বাহুপাশ থেকে তোমাকে কেউ নিতে পারবে না, শেষ তোমায় কি না সহায়বিহীনা, চৈতন্যরহিতা, শত্রুকরে সমর্পণ করে্য এলেম। হায় এখন তুমি আমাকে কি নিষ্ঠুর মনে কচ্চ, আমি তোমার কাছে কি পর্য্যন্ত অপরাধী হলেম তা কোন প্রকারে স্থির কত্তে পারিনে। রে নির্দ্দয় প্রাণ! আর কি সুখের নিমিত্ত তুমি বাঁচবার আশা কর, প্রাণপ্রিয়ার হৃদয়শয্যা হতে নিক্ষিপ্ত হয়ে নাগপাশের বিষম বিষে জর্জ্জরিত হতেছ ধুলারাশিতে মৃত দেহের ন্যায় পড়ে রয়েচ তথাপি তোমার বাঁচবার আশা, হা প্রিয়ে! এখন তুমি কোথায় রইলে তুমি এক মুহূর্ত্তকাল আমায় ছেড়ে থাকতে পাত্তে না এখন কি করে এই বিষম বিরহ সহ্য কচ্চ, অথবা মূর্চ্ছা দ্বারায় অচেতন হয়ে সুখে আছ; আমি যে অন্তঃকরণ হতে তোমাকে বিস্মরণ হতে পাচ্চিনে, যে লাবণ্যময়ী প্রতিমা আগে মনে উদয় হলে অন্তঃকরণ আনন্দরসে অভিষিক্ত হত এখন তা মনে হলে নয়নের জলে হৃদয় ভেসে যায়।

রাগিণী মোল্লার, তাল আড়াঠেকা।

কোথা সে প্রেয়সী আমার।
আর কি পাইব আমি দরশন তার॥
তেজে হৃদি সিংহাসন, কোথা গেল সেই জন,
বিনে সেই চন্দ্রানন, সব অন্ধকার।
সুধামৃত আশা করি, প্রেমসিন্ধু মন্থন করি,
ভাগ্যদোষে উপজিল, অসুখ অপার॥
বিষেতে দহিছে অঙ্গ, অন্তর দহে অনঙ্গ,
বুঝি দেহ যাত্রাভঙ্গ, হইল এবার।

হে কুরঙ্গনয়নি! মৃত্যুকালে তোমার নিকট বিদায় নিতে পেলেম না মনে এই বড় দুঃখ রইল, যারে তুমি আপনার ভেবে মন প্রাণ সমর্পণ করে ছিলে, যার জন্যে তোমাকে কলঙ্কিনী হতে হলো, যার জন্যে তোমার লজ্জা ভয় কুলমান সব গেল, যার জন্যে তোমার অসীম যন্ত্রণা সইতে হলো, সে আসবার কালে তোমাকে এক বার জিজ্ঞাসাও করে এল না। যা হোক এখন তার জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কচ্চি, অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা কর। ক্রমে ক্রমে জীবনের অবসান হয়ে এল, হে নিতম্বিনি! এখন মরণকালে এই প্রার্থনা যেন জন্ম জন্মান্তরেও দেখা হয় তা হলে উভয়ের দুঃখ উভয়কে জানাব, নতুবা এই অবধিই শেষ হলো

(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হায় ক্রমে শরীর শীর্ণ হয়ে আশ্চে, যাতনার ও বৃদ্ধি হচ্চে, আর ভাল করে কথাও কইতে পাচ্চিনে হে পিতঃ কুসুমায়ুধ! হে মাতঃ রতি! এত দিনের পর তোমাদিগের প্রণয় বৃক্ষের প্রথম ফল দুরন্ত বাণপক্ষ আপন কোটরে আনিয়া ভক্ষণ করিল, তোমরা তাহা কিছুই জানিতে পারিলে না হে মাতঃ হরমনোমোহিনি! এই বেলা তোমাকে একবার মনেরসাধে ডেকেনি আর ত পারব না।

ভৈরবী, আড়াঠেকা।

এমা ভবরাণী।
হরহৃদিবিলাষিণী॥
বিপদে পড়িয়ে ডাকি কোথাগো ঈশাণী।
করেছি কুকর্ম্ম যত, প্রতিফল তার মত,
পেলেম এখনি॥
তবু কি দুঃখের শেষ হবে না জননি॥

শূন্য পথে কালীর প্রবেশ।

কালী। বাছা ভয় কি, ভয় কি এই যে আমি এসেছি তুমি রোদন কচ্চ কেন?

অনি। (উৰ্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) মা আমি অতি অপরাধী আপনার নিকট মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ হচ্চে।

কালী। বাছা তুমি অপরাধী কিসে ? উষার সহিত তোমার বিবাহ বিধাতা জন্মকালেই নিদ্ধারিত করে-ছেন, তুমি গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করেছ তাতে লজ্জিত হবার বিষয় কি, ক্ষত্রিয়েরাত এই প্রকারে বিবাহ করে থাকে।

অনি। মা এখন আমার বিষের জ্বালায় প্রাণ যায়, নাগ পাশে আমার শরীর জ্বর জ্বর কচ্চে, এমন দুর্ব্বল হয়েছি যে বোধ করি অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই দেহ হতে প্রাণ বিদায় নেবে।

কালী। বৎস আমাকে দর্শনাবধি এই দেখ নাগপাশ শিথিল হয়ে আশ্চে অবিলম্বেই তুমি সবল হবে, আর অনতিকাল মধ্যেই তোমার পিতামহেরা এসে তোমাকে উদ্ধার করে লয়ে যাবেন এবং পুনরায় তোমার সিমন্তিনীকেও পাবে, বাছা কিছু চিন্তা কর না আমি এখন তবে চল্যেম; মনুষ্য দেহ ধারণ কল্যেই সুখ দুঃখ ভোগ কত্তে হয়।

[কালীর প্রস্থান।

অনি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আঃ শরীরটে কতক সুস্থ হল, মা ভগবতীর আশ্বাসে প্রাণের আশা হয়েচে, এখন প্রাণেশ্বরীকে পাবার আশাও হচ্চে। হায় ! তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি কেমন করে মুখ দেখাব, আবার শুনলেম পিতামহ মহাশয়

আমাকে উদ্ধার কত্তে আশ্চেন তিনিই বা কি মনে করবেন।

নেপথ্যে। মনে করবেন আবার কি তোমাদের পুরুষানুক্রমে এত কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়ে এসেচে বল্যেই হয়।

নারদের প্রবেশ।

অনি। (চমৎকৃত হইয়া) কেও প্রভু দেবঋষি, হাত তোলবার ক্ষমতা নাই, অমনি প্রণাম করি (প্রণাম) আমি এখানে এ অবস্থায় আছি আপনি জানলেন কেমন করে।

নারদ। বাছা দীর্ঘায়ু হও, কি বল্যে তুমি এখানে আছ জানলেম কেমন করে, আমিইত এর মূল বল্যে হয়, যে দিন চিত্রলেখা তোমাকে আন্তে যায় আমিই তারে উপায় বলে দি।

অনি। তবে আমার এত দুর্দ্দশার কারণও আপনি?

নার। এর অনেক তাৎপর্য্য আছে বাণ রাজার দর্প চূর্ণ ই এর কারণ, তুমি এমন বিপদে না পড়লে ত তোমার পিতামহ যুদ্ধ কত্তে আসবেন না। তিনি ভিন্ন বাণের অহংকার চূর্ণ কত্তেও আর কেউ সমর্থ নয়, কাজেই তোমাকে এমন যাতনা সহ্য কত্তে হয়েছে।

অনি। আমি পিতামহের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে?

নার। (কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) বাপু তাতে লজ্জা কি? একাজ তোমাদের পক্ষেত নিন্দের নয়, এক প্রকার

সয়েগেছে বলোই হয়, যাঁরে লজ্জাকরচ তিনি ষোল হাজার গোপিনীর যে সতীত্ব নষ্ট করেছেন। যদি বল যে তোমার বাপকে লজ্জা, তা তাঁরও বড় গুণে ঘাট নেই, তিনি সম্পর্ক বিচারও করেন না, কুসুমবাণ ছাড়াও একদণ্ডও থাকেন না, তা তুমি এই হাতে খড়ি দিলে বইত নয়।

অনি। (মুখাবনতকরিয়া) আমি এতে কি উত্তর দেব।

নার। উত্তর দেবার জো থাকলে ত দেবে, আমি এখন চল্লেম, যাই তোমার উদ্ধারের উপায় দেখিগে।

[প্রস্থান।

উষানিরুদ্ধ নাটক।

সপ্তম অঙ্ক।

[একদিগে উষা মূর্চ্ছিতা, অন্যদিগে দুইটা মৃত দেহ পতিত, দুইজন ভগ্ন দূতের প্রবেশ।]

প্রথ। বাবা! ভাগ্গিস পালিয়ে ছিলুম নৈলেত প্রাণটা গিয়ে ছিল, যখন এশালার হাতথেকে এড়িয়েচি এবার অনেক দিন বাঁচব।

দ্বিতী। ও বাবা এ কিরে রক্তে একেবারে নদি করে ফেলেচে, শালা কেরে, "জারি শিল তারি নোড়া তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া" আমাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাদেরি ক্ষুণ কল্লে, ভাই এদিগে এসে দেখ বুঝি কোটাল মহাশয়ের ভাই মরে পড়ে রয়েছে।

প্রথ। কৈ দেখি (দেখিয়া) হাঁ সত্তিইত আহাহা! বির-বাহু বড় ভাল লোক ছিলেন। ভাই এক কাজ কর আর যে যে মরেচে নিয়েগে একত্র কর, তাহলে কেকে মরেচে জানাযাবে।

দ্বিতী। সেই কথাই ভাল (তুলিতে২) ইস্ কি ভারি দেখ।

[লইয়া প্রস্থান।

উভয়ের পুনঃপ্রবেশ।

প্রথ। আর কে আছে দেখ।

দ্বিতী। এ কে রে একে যে চেনাই যায় না।

প্রথ। চলত নিয়ে গে ফেলে রেখে আসি।

দ্বিতী। (তুলিতেং) অ্যাঃ রক্তে একেবারে কাদামাটি করেচে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পুনঃপ্রবেশ।

প্রথ। ভাই আমি যে চোর শালাকে একটা গদা ছুড়ে মেরেছি আজ রাত্তিরে বাছাধন টের পাবেন এখন, যেই দুম করে পিটে পড়েচে আর ওমনি আমার দিগে তেড়ে এসেচে আমিত মারটেনে দউড়, খানিক দুরে গে পেচন ফিরে চেয়ে দেখি কোটাল মহাশয়ের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধে গেছে নইলে আমায় আজ সেরে ফেলেছেল।

দ্বিতী। ধত্তে পাল্লে একবার টের পেতিস।

প্রথ। কত্ত কি এত লোক থাক্‌তে আর অপমান কত্তে পাত্ত না, তবে বলাও যায় না থানে অথানে লাগ্‌লে মরে যাওয়াও সম্ভব।

দ্বিতী। তবে আর বাকী রইল কি লোকে বলে মরার বাড়া গাল নেই, মরেই যদি গেলি তবে আর অপমানের ভয় কি।

প্রথ। ভাই আমরা যে চাকরি করি এতেত প্রাণ হাতে করে নিয়ে আস্‌তে হয়েচে, ঐ ভয়ে জার মাগ্‌কে একেবারে সিঁদুর কিনে দিইনে, পাছে ফেলে দিতে হয়।

দ্বিতী। (অন্য দিগে দেখিয়া) আহাহা! রাজকন্যে মরে পড়ে রয়েচে, আমরা কেউ এত ক্ষণ দেখ্‌তে পাইনে।

প্রথ। কৈরে কই (দেখিয়া) ইস্ !!! ভাই এঁরে তোলা হবে না চল রাজাকে গে বলি তিনি যা বলবেন তাই কর্‌ব।

দ্বিতী। চল সেই ভাল, কিন্তু ভাই দেখেচ গায়ে কোন কাটা কুটি দেখ্‌তে পাইনে যেন ঘুমুচ্চেন মেয়ে মানুষ নাকি বোধ হয় ভয়েতেই প্রাণটা বেরিয়ে গেচে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চিত্রলেখা ও লবঙ্গিকার প্রবেশ।

চিত্র। আয় দেখি লবঙ্গিকে একবার দেখে আসি সজনীর দশা কি হচ্চে। আহা স্বপ্নেও জানিনে যে এমন বিপদ ঘটবে, কে এমন শত্তুর ছিল যে এমন বাদ সাধ্‌লে।

লব। উঃ ও মা! আমি কোথায় যাব, ইস রক্তে একেবারে ভেষে গেছে যে, আহা! কত মানুষেরি প্রাণ গেছে, আবার শুনলুম কোটালের ভাইকে নাকি যুবরাজ মেরে ফেলেচেন।

চিত্র। বেশ হয়েচে যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, যেমন আবা-

গির বেটার মরবার ভয় নেই তেম্নি প্রতিফল পেয়েচে। সে যা হোক সখী কি রাণীর মহলে গেলেন? তাওত টের পেলেম না।

লব। শুন্লুম নাকি রাজা তাঁর হাতে শেকল দিয়ে পাতাল গৃহে বন্দ করে রাখ্তে বলেচেন।

চিত্র। আহা! তা হলে কি সে একদণ্ড বাচ্বে একেতেই মরার বাড়া হয়েচে, আর কেটে কেটে লুন দিলে কতক্ষণ বাঁচবে।

লব। তা আমাদের দশা কি হবে গা? রাজনন্দিনীর এই হলো তা আমরা কোথায় দাঁড়াব?।

চিত্র। ওল লবঙ্গিকে এই যে সর্ব্বনাশ হয়েচে, হা সখী! তুমি আমাদের দশা কি করে গেলে, বনলতা আশ্রয় তরু ত্যাগ করে কতক্ষণ জীবিত থাক্বে? সখী! সুখ প্রণয়ের কি পরিণামে এই ফল দর্শিল, ফল পুষ্প ভারাবনত তরু দুরন্ত ঝড়ে কি এই রূপে ধরাশায়ী হয়, হা রে নির্দ্দয় বিধাতা! হর্ষ ও শোকের কি এই রূপ সম্বন্ধ করা উচিত?

লব। তুমি এক বার গায়ে টায়ে হাত দিয়ে দেখ না মুচ্ছ গেছেন বুঝি।

চিত্র। আর কি দেখব দশদিগ অন্ধকার দেখ্চি, রে দুর্ভাগা নয়ন! এই বেলা অন্ধ হও, পৃথিবীর সার বস্তু তোমাদের হতে অন্তর হচ্চে, এখন কি আত্ম জলে স্নান করবার নিমিত্ত থাক্বে। লবঙ্গ একটু জল নিয়ে আয়।

লব। এ ঘরে ত জল নেই আচ্ছা আমি আন্‌লুম বলে।

[প্রস্থান।

চিত্র। সখী সুখব্রক্ষ উযাপনের কি এই সময়, এক বার মুখ তুলে কথা কও।

ঊষা। (তদবস্থায়) নাথ! আমি বল্‌চি তবু শুন্‌চেন না কিন্তু শেষে বিপদ্‌ ঘট্‌বে।

চিত্র। হায় সখী! কারে তুমি নাথ বলচ আমি যে চিত্রলেখা, তিনি কোথায় তিনি কি এখানে আছেন।

ঊষা। আঁা—চিত্রলেখা!—কি বল্যে তিনি কি এখানে নাই, হা নাথ! তুমি কোথায় গেলে আমি পূর্ব্বেই ত বলে ছিলাম আমার কপাল ভেঙ্গেচে, আর বুঝি তোমাকে দেখ্‌তে পাব না, পোড়া অদৃষ্টে কি তাই ঘটল, হে প্রাণনাথ! তুমি যে বল্‌তে "তোমায় ছেড়ে একদণ্ডও থাক্‌তে পারিনে," তা এখন কেমন করে আমায় ত্যাগ করে-কোথায় রয়েচ, আমি এখন কার মুখ চেয়ে প্রাণ ধরে থাক্‌ব, শেষে অভাগিনীর দশা কি এই করে গেলে, তোমাকেই আমি জীবন যৌবন মন দিয়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েচি তুমি এখন আমায় কার হাতে দিয়ে গেলে, আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না যে তোমার মৃত্যুর পর আমায় বেঁচে থাক্‌তে হবে।

চিত্র। সখী কেন তুমি এত অমঙ্গল ভাবনা কচ্চ, অমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে।

উষা। তবে সখী তিনি কোথায়।

রাগিণী খট, তাল আড়খেমটা।

কিসে রাখিব এ প্রাণে রে, হারায়ে সে প্রাণেশে।
হৃদয় বিদীর্ণ হয় যারে না হেরে ॥
প্রাণনাথে হরিল কে, নারী বধে ভয় নাহি রে।
হেন বাদ সাধিল কে, বধিতে জীবনে এ দুঃখিনীরে ॥

সখী আমায় বল তিনি কোথায় গেলেন, আমি আর যাতনা সহ্য কত্তে পারিনে তিনি যেখানে গেছেন আমিও সেইখানে যাব (উঠিয়া রক্তদর্শন) এ কি ঘর যে রক্তময় হয়েচে তবে কি তিনি বেঁচে আছেন, হা নাথ! অধিনীর দশা এই করে গেলে (ভূমে পতিত হইয়া মূর্চ্ছা)।

চিত্র। আহা আমি কি কল্লুম আবার যে সখী ভির্মি গেলেন। আঃ লবঙ্গিকে জল আন্তে গেল সেই পথ (অঞ্চল দিয়া ব্যাজন করিতে২) লবঙ্গ ও লবঙ্গ,—কোথায় গে মরে রয়েচ।

লবঙ্গিকার প্রবেশ।

এই যে আমি এসেচি ঐই জল নেও (জলপাত্র প্রদান)।

চিত্র। এই তুইও গেলি সজনীও কথা কইলেন, ঐ রক্তের দিগে চেয়ে দেখে আবার ভির্মি গেলেন।

লব। তা ঐ জল নিয়ে মুখে ছিটে দেও না।

চিত্র। (মুখে জলের ছিটে দেওন) প্রিয়সখি তুমি অমন করে পড়ে থাক্‌লে আমরা কার মুখ পানে চাব।

উষা। (নয়ন উন্মীলন করিয়া) হে প্রাণেশ্বর! তুমি যে বলেছিলে এ দেহ হতে প্রাণ না অন্তর হলে তোমায় আমায় অন্তর হব না, তবে এখন কোথায় ফেলে পালালে? আমি বুঝেচি আপনার প্রাণকে আমাকে উভয়কেই অন্তর করেচ, তা নাথ তুমি যে আমায় প্রাণাপেক্ষা ভালবাস্‌তে, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও যে অন্তর কত্তে না এখন কি যাবজ্জীবনের জন্যে দগ্ধ কত্তে রেখেগেলে, ভালবাসার কি এই চিহ্ন যদি যথার্থই মনের সহিত ভালবাস তবে আমায় ডেকে নেও, তুমি যে কোন ক্লেশ সইতে পাত্তে না এখন সকলি সইতে হচ্চে, কোন কিছুর অভাব হলে তুমি যে আমাবই কাকেও কিছু বল্‌তে না এখন কাকে মনের কথা বলচ। হা!— লোকে গাল দেয় তোর রক্ত দর্শন করব, অভাগিনীর ভাগ্যে তাই সত্যি সত্যি ফলল। হায়! মা বাপ আমার শত্রু হলেন, এমন যে কেউ কারও হয় না, হা নির্দ্দয় পিতা! তোমায় কি বিধি পাষাণ দিয়ে নির্ম্মাণ করেচেন তিনি কি তোমায় একটু সন্তানের স্নেহ দেন নাই, কোন্ প্রাণে আমার জীবিত সর্ব্বস্বাকে হরে নিল, তেমন অঙ্গে কি অস্ত্র তুল্‌তে তোমার হাত উঠিল, যদি তাও হয়েছিল তবে কেন

আমায় বাকি রেখে গেলে, মেয়ের বৈধব্য যন্ত্রণা দেখ্তে কি এত সাধ, আর সন্তানের প্রতি যদি তোমার স্নেহই নাই তবে কেন জন্মাবা মাত্রেই মেরে ফেলনি। হায়!—আর আমার বেঁচে থেকে সুখ কি নারী জন্মের যে সুখ, তাত অকালে সব ফু- রিয়ে গেল, এখন মরণই প্রধান সুখ। রে অকৃতজ্ঞ প্রাণ! আর কি সুখে বাঁচবার আশা কর, তোমাকে তুষ্ট কত্তে গিয়েই ত পতি ঘাতিনী হলেম, এখন যে পথে তিনি গেলেন সেই পথে চল। (গর্ভ দিগে দেখিয়া) রে দুর্ভাগা সন্তান!—কেন তুই আমার উদরে এসেছিস, তুই এসেই ত এত বিপদ ঘট্‌ল, যিনি তোরে জন্ম দিলেন তাঁর সঙ্গে তোর দেখাও হল না, তাঁরে ত বিনাশ কল্লি, যে তোরে উদরে ধারণ কল্যে তারেত কলঙ্কসাগরে ডোবালি অব- শেষে প্রাণে মারবি আপনিও মর্‌বি এমন জন্ম তোরে কে নিতে বলে ছিল, কাল হয়ে কি আমার গর্ভে এসে সেঁদিয়ে ছিলি, অন্য কার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কল্যে আজ্ কি সুখের দিন হত, কত লোক তোর মঙ্গল প্রার্থনা কত্তো তুই এমনি পোড়াক- পালির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিস, যে শত্রু বলে বই কেউ আর কিছু বল্‌বে না, অতি সুখের হয়ে অতি দুঃখের হলি। হায়! অতি যত্নেও অতি কষ্টে প্রণয় বৃক্ষ রোপণ করে ছিলাম্ কত আশাবারি

সিঞ্চন করেছি সময়ে সুফলও ফল্ল, কিন্তু কপাল দোষে বিফল হল, বুঝি দেখ্‌তেও পেলেম না, পতি শোকানলে এখনি [illegible] পুড়ে খাক হবে।

লব। বালাই তুমি মরবে কেন? আমরা তোমার আপদ বালাই নিয়ে মরি, তুমি সুখে পতি পুত্র নিয়ে ঘর কর, এত অমঙ্গল ভাবচ কেন? রাজকুমারের ক্ষমতার কথা কি একমুখে বলাব কোটালদের হাতের অস্ত্র কেড়েনিয়ে তাদেরি ক্ষুণ করেচেন শেষে রাজা এসে নাগপাশে বেঁধে নিয়ে গিয়ে কোথায় রেখেচেন, আমি রাণীর মহল থেকে শুনে এলুম তিনি নাকি মাত্তে দেন নাই, আবার শুনলুম রাজকুমারের বাপ ঠাকুর-দাদা নারদঋষির কাছে শুনে যুদ্ধ কত্তে আশ্চেন।

ঊষা। সখী কি সুখে আর আমায় বাঁচতে বল, যে জনের সুখে সুখী হব তিনিই অসুখ সাগরে ভাস্‌তে লা-গলেন। হা নাথ! এখন তোমাকে কত যাতনাই সহ্য কত্তে হচ্চ্যে সকলি এ অভাগিনীর জন্যে হল, লোকে দার পরিগ্রহ করে সুখের নিমিত্ত, কিন্তু আপনি এমন পাপকারিণীকে গ্রহণ করে ছিলেন যে লজ্জা, ভয়, মান, সব গেল, শেষ প্রাণ নিয়ে টানাটানি। আমি কেন আপনাকে বাড়ি যেতে দিই নাই তখন যে বিচ্ছেদ ভয়ে আপনাকে অন্তর কত্তে পারিনে এখন সেই বিচ্ছেদ রাহু কাল পেয়ে সমস্ত সুখকে গ্রাস কল্লে।

নেপথ্যে। ওরে গেলুম রে গেলুম রে প্রাণ যায়রে তোরা কে আছিস রাখ রে।

(চীৎকার করিতেং নেপথ্যের কিঞ্চিৎদূরে গমন।)

পুনর্বে। ওরে দুরাত্মা তুই আমার প্রাণের কুমারকে বড় যাতনা দিচিস তোর রক্তে স্নান না কল্লে আমার সে মনক্ষোভ যাবে না।

চিত্র। (নেপথ্য দিগে দেখিয়া।) এ কি যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে না কি? কোটাল অস্ত্রনাদ কচ্চে যে, কামদেব বুঝি তাকে ধরেছেন।

নেপথ্যে। ওহে ভাই সকল পালাও পালাও ঐ দেখ বলদেব সেনাপতি অজয় সিংহের ছিন্নমুণ্ড হাতে করে নিয়ে এইদিগেই আশ্চেন।

পুনর্বে। ওহে তোমরা কেউ মহারাজকে দেখচ, এই যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ কচ্ছেলেন, হায় বুঝি এত দিনে বিষম বিপদ ঘট্‌ল, যখন সিংহ দ্বারের ধ্বজা পড়ে গিয়েছে তখনি যেনেছি আজ সর্ব্বনাশ হবে।

উষা। আহা পিতা! আপনার দোষে তুমি আপনি মজলে, হাঁরে বিধি একবার বল্‌তে পারিস আমার কপালে কত যন্ত্রণা লিখেছিস, আমি যদি কপাল চিরে পড়তে পারিতাম, তাহলে তোরে জিজ্ঞাসা কত্তেম না, অন্যান্য লোককে যেমন সুখ সৌভাগ্য সুখ্যাতিতে ভূষিত কর, আমার কি দোষে আমাকে, রাশি রাশি যন্ত্রণারাশি ও অপজশে ভূষিত কচ্চ, আমি

কি তোমার অপরাধ করেছি যে ক্লেশের শেষ দেখ্‌তে পাই না, যতই এ জাতনা বাড়বানল হতে উদ্ধার হতে যত্ন কচ্চি ততই সে আগুণ দ্বিগুণ হয়ে উঠচে। এত দুর্দ্দশাই যদি আমার কপালে ছিল, তা জান্‌লে কি এ প্রাণ রাখতুম, হায় হায় আমি অভাগিনী এক দিনের জন্যেও কারও সুখের নিমিত্ত হতে পাল্যেম না যেজনকে আপনি মন্ত্রণা করে এনে জীবন যৌবন সমর্পণ কর্‌লাম তারি সমস্ত দুর্দ্দশা দেখ্‌তে হল, অবশেষে যাঁহা হতে পৃথিবী দেখ্‌লাম তাঁরি বিনাশের কারণ হলেম।

নেপথ্যে। ও রে বাপরে! রণ ভূমে দুট বিকটাকার ভূতে যুদ্ধ কচ্চে। ওহে ভাই সকল যদি প্রাণ বাঁচাবার আশা থাকে এস এইবেলা আপনার আপনার পথ দেখি, ও বাবা এসব কোথাথেকে এলরে।

পুননে। ও হে তোমরা কেউ মহারাজকে এতক্ষণ দেখ্‌তে পাওনাই ঐ দেখ সার্ত্তকির রথের পাশে যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত অঙ্গ হয়ে, পালিয়ে আশ্চেন।

পুননে। আর দেখ বলদেব ও পেছনে পেছনে তেড়ে আশ্চে। এস এই বেলা আমরা মহারাজের সাহার্য্য করি গে।

উষা। হায় হায়! এই হত ভাগিনী হতেই এত সর্ব্বনাশ হল, সখী আমায় বিষ এনে দেও এই বেলা খেয়ে মরি, কি দেখ্‌তে আর বেঁচে থাকব, বেঁচে থেকেই বা

লোকের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে হায়! আমি এমন অসুভক্ষণে জন্মে ছিলাম যে আমা হ-তেই কুলক্ষয় হল।

চিত্র। সখী কেন আর কাঁদ, কেঁদে কোঁদ তোমার শরীরে আর আছে কি, তুমি মিছে ভাবনা ভাবচ কেন, রাজার সমান যোদ্ধা কে আছে, তিনিও ভাল আছেন তোমার পতিও ভাল আছেন, তবে আর ভাবনা কি এখনি সকলে নিরস্ত হবেন উঠে ভাল করে বস, তোমার গা মুখ মুছিয়ে দি, চখের জলে বুক ভেসে যাচ্চে যে।

উষা। সখী আমায় কি বলে বোঝাবে, আমার উভয় শ-ঙ্কট হয়েছে একদিগে শশুর কুল ক্ষয় অন্যদিগে পিতৃ কুল ক্ষয় এদিগ গেলেও আমার যাবে ওদিগ গেলেও আমার যাবে, যুদ্ধের শব্দ শুনচ ত আর কি এতক্ষণ কেউ বেঁচে আছে, আমার কি তেমন কপাল হবে যে অম্নি সব মিটে যাবে।

মদলেখার প্রবেশ।

মদ। সখী স্থির হও স্থির হও আর কেঁদ না, তোমার ভাগ্যি ফলে সকল মঙ্গল হয়েচে, ভগবান মহাদেব এসে সব গোল মিটয়ে দেচেন, মহারাজ বলদেব কামদেব সকলে রাজ সভায় গেলেন, কুমার অনি-রুদ্ধকেও সেখানে রাজা নিয়ে যেতে কোটালকে

আজ্ঞা কল্যেন, এখনি সকল লোকের সাক্ষাতে তোমাদের বিয়ে হবে রাণী তোমাকে নিতে আ-শেছেন।

উষা। সখী জলন্ত ঘিয়ে জল দিলে আরও জ্বলে উঠে তা কি জাননা? এখন কি আর প্রবোধ বাক্যে মন ভেজে, কেন আর আমাকে বৃথাশ্বাশ দিয়ে মনাগুণ দ্বিগুণ করে তোল।

মদ। আমি কি তোমাকে মিথ্যা প্রবোধ দিচ্চি (নেপথ্য দিগে দেখিয়া) ঐ দেখ রাণী আশেচন।

রাণীর প্রবেশ।

রাণী। মা কিছু মনে করনা আমাদেরি সব অপরাধ হয়েচে, আমরা না যেনে তোমাদের বড় যন্ত্রণা দিচি উঠ উঠ এমন করে কি ভূয়ে স্তুয়ে থাকতে হয় (স-খীদের প্রতি) তোরা সব কি দাড়িয়ে তামাসা দেখ্‌চিস, লবঙ্গ, গা মুখ মুছিয়ে দে; কেন মা আমার সঙ্গে এখনো মুখ তুলে কথাকইচ না এখনো কি রাগ্ পড়ে নি। (গাত্রে হস্ত প্রদান)

উষা। মা! আমি কি আপনার কাছে মুখ তুলে কথা কই-বার পথ রেখেচি, আমি আপনার দোষে সকল পথই নষ্ট করেছি, এখন এমুখ মাটিতে লুকুলেই ভাল।

রাণী। কেন মা! তুমি এমন অমঙ্গলের কথা কইচ কেন? বালাই সত্তুরের মুখ মাটিতে লুকুগ এস মা তুমি

আমার মহলে এস, রাজা তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে-
চেন, সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে তিনি
তোমার দাদাশশুরের সাক্ষাতে তোমাকে তোমার
স্বামি করে সম্প্রদান করিবেন, মদলেখা উষাকে
তবে সঙ্গে করে নিয়ে আয়।

[রাণীর প্রস্থান।

চিত্র। সখি উঠ, উঠ, আর কেন দুঃখিনীর বেশে দিনপাত
কর, পরমেশ্বর ত এখন সুখের দিন দিলেন।

মদ। চল রাণী তোমাকে ডেকে গেলেন, আবার তাঁরাও
সেখানে ব্যাস্ত হয়েচেন।

উষা। সখী আমি কোন্ মুখে সেখানে যাব, আমায় যে
দেখ্‌বে সেই বলবে "এই কুলকলঙ্কিনী হতেই এত
অনর্থ ঘটে ছিল"।

চিত্র। তুমি কি কর্‌বে সে ত আর তোমার হাত নয় ক-
পালে যা ছিল তাই ঘটল।

উষা। চল তবে মার কাছে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম অঙ্ক।

রাজসভা।

(মদলেখা একখানি স্বর্ণথালে বস্ত্র ও অলঙ্কার লইয়া প্রবেশ।)

মদ। (স্বগত) কৈ রাজসভায় কেউ নেই যে, রাণী আমায় এই বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, বল্লেন, "বিদূষক আমায় অনেক দিন বলেছিল রাজকুমারীর বিবাহের সময় আমার ব্রাহ্মণীকে রাজ অলঙ্কারে ভূষিত কর্ত্তে হবে, তা এই গুলিন তাকে দিয়ে এস," তা আমি তো তাঁরে খুজে পাচ্চিনে, বিদূষক এগুলিন পেলে পরে যে কত সন্তুষ্ট হবে তা বল্‌তে পারিনে (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) এই যে আঃমর্‌! পোড়ারমুখো কতকগুলন খাবার নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে এইদিগেই আশ্চে, এ ও এক তামাসা এই আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখা জাক কি করে (আড়ালে গমন)।

একটা বৃহৎ মিষ্টান্ন লইয়া বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ। (স্বগত) লোকে কথায় বলে যদি অধিক খেয়ে মর্ত্তে হয় তাহলে সে মরায় পাপ নাই, কালীতন্ত্রে

যদিও পান বিষয়ে বিধি দিতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু আমার গোস্বামি মহাশয় সে আক্ষেপ ভাল করে দূর করেছেন "পিত্বা পিত্বা পুনঃপিত্বা পুনঃ পততি ভূতলে, উত্থায়চ পুনঃপিত্বা পুনর্জন্ম নবিদ্যতে"। এতে কি হলো খেতে খেতে পড়ে যাবে উঠে এসে আবার খাবে এই বই ত নয়, কিন্তু গোস্বামী মহাশয় লিখেচেন "ভক্ষ্য ভক্ষ্য পুনর্ভক্ষ্য আকণ্ঠা হৃদরাদপি। ভোজনে যদি মৃত্যুস্যাৎ পুনর্জন্ম নবিদ্যতে"। গাস্বামি মহাশয় গো আপনাকে প্রণাম করি, লেখার ভিতরে কি একেবারে মধু বর্ষণ করেচেন না অমৃত বরিষণ করেচেন। সে যাহোক আজ রাজকন্যের বিবাহ ইস্তক নাভি নাগাত কণ্ঠা খেতে হবে, আহা! (কেউত এখানে নাই) রাজ কন্যের যেন প্রতি বৎসর এমনি একটি একটি বে হয়।

মদ। (একদিকে) ডাকরার কথা দেখেচ।

বিদূ। (স্বগত) হৃদয় তুমি এত আহ্লাদিত হচ্চ কেন নয়ন তোমাকে কিছু শুভ সংবাদ দিচ্চে বটে, আচ্ছা, নয়ন! আমি যদি তোমাকে কিঞ্চিৎ কালের জন্যে মুদিত করি আর যদি অমনি একটা চিলে ছোঁ মেরে- নিয়ে যায় তাহলে কি হয়। বাপ্‌রে মনে হলে গা সিউরে উঠে। ও কথা মনে কত্তে নেই। (আপনার হস্ত দেখিয়া) এই যে করকমল দুখানি এবে

যে কত চিলরূপ ভ্রমরে মধুপান করেছে তাকি বলা যায়, উঃ! আমি ত ভারি পণ্ডিত হয়েছি বক্তৃতা, মুখদে যেন খৈ ফুটচে, মা স্বরস্বতী যেন জিহ্বাগ্রে বাসাবাড়ি করেচেন। "সুভস্য শীঘ্রং" মঙ্গল কর্ম্মে কি বিলম্ব কর্ত্তে আছে, বিলম্বে কার্য্য হানির সম্ভাবনা। শীঘ্র করে ব্রহ্মণ্য দেবকে নিবেদন করে লেগে যাওয়া যাক, (মিষ্টান্নর প্রতি সতৃষ্ঠ নয়নে দৃষ্টিপাত) হে মোণ্ডা! তুমি রাজভোগ না উপভোগ, তোমার কাছে স্বর্গ ভোগ বা বৈকুণ্ঠ ভোগ কোথায় আছে চক্ষু মুদিত কত্তে ভয় হর্চ্চে (চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যানারম্ভ, ইত্যবসরে মদলেখা মণ্ডা হরণ করিয়া স্বস্থানে দণ্ডায়মান বিদূষক চমৎকৃত হইয়া) এঁয়া— কে নিলে (চিৎকার করিয়া) ও গো, আমার কি হল গো, ও গো কে আমার সর্ব্বস্ব হরণ করে নিলে গো (পাত্রখান দূরে নিক্ষেপ) হে মিষ্টান্ন? তোমাকে আমি যে স্বর্গ ও বৈকুণ্ঠ ভোগের চেয়েও বড় করে ভাবছিলুম, আমার কপাল হতে কি পোড়ার ভোগ হয়ে এসেছিলে, তুমি কি বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করেচ, এখানে যে উদর ধাম তোমার অদর্শনে হাহাকার কচ্চে, আমি কি তোমার শোকে মলে সেখানে গে তোমার দেখা পাব; তবে ভাই ভাল, হে ব্রহ্মণ্য দেব! তুমি কি আমাকে পরিহাস করবার জন্যে লুকিয়ে রেখেচ।

মদ। (একদিগে গম্ভিরস্বরে) হাঁ হে হাঁ।

বিদূ। এঁ্যা—এ কি ! দৈববাণী হল না কি, কোন্ দিগ থেকে শব্দ টা এল, আকাশপথ হতে বুঝি কৈ আর যে শুনতে পাইনে (উৰ্দ্ধদিগে দৃষ্টি করিতে লাগিল ইতমধ্যে মদলেখা পূর্ব্ববৎ মণ্ডা স্থাপন) (বিদূষক সহসা দেখিয়া) এই যে যেখানকার ধন সেইখানেই রেখে গেলেন, বাবা ! ব্রহ্ম-শাঁপের ভয় আছে কি না, এমন শাঁপ দিতাম যে একেবারে ভশ্ম করে ফেলতেম, পাছে আমার মণ্ডা শুদ্ধ ভশ্ম হয়ে যায় এই ভয়েই কেবল দিতে পা-রিনে বইত নয়, কেউটে সাপ কে ঘাঁটান বড় সহজ কথা নয়। যা হোক আর দেরি করা অবিধেয় (ভক্ষ-ণারম্ভ) ভাই মিষ্টান্ন তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে তোমায় আমি এত ভালবাসি তুমি আমার নয়নপথ থেকে কোথায় পালিয়ে ছিলে (হাস্য করিয়া) তোমায় আমি এমনি ভালবাসি যে পেটের ভেরত রাখচি কোন জীব জন্তু হলে উঠে ছুটে পালাতে পথ পেত না এমনি আমার ভালবাসা (ভক্ষণ)।

মদ। (সম্মুখে আসিয়া) সখে রমনক ! রাণী তোমার ব্রা-হ্মণীর নিমিত্তে এই সকল বসন ভূষণ দিয়েছেন গ্রহণ করে কন্যা জামাতাকে আশীর্ব্বাদ কর।

বিদূ। আহা দেও দেও আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি যেন ছয় মাসের মধ্যে রাজপুত্রী পুত্র জননী হন।

মদ। বটে এই বুঝি তোমার আশীর্ব্বাদ।

বিদু। আমার আশীর্ব্বাদ এমন নয়, পরাসর মুনির চেয়েও তিনি দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যে সত্যবতীর গর্ভে দ্বৈপায়নের জন্ম প্রদান করে ছিলেন, আমি যদি তোমাকে তেমন মনখুলে আশীর্ব্বাদ করি তাহলে এখনি দেখতে দেখতে ষোড়ষবর্ষীয় পুত্রসন্তান এসে ভূমিষ্ঠ হয়।

মদ। মর মুকপোড়া—আমি যাই রাণীকে গিয়ে বলি গে যে রমনক বল্‌ছিল রাজকন্যের যেন ছয় মাসের মধ্যে পুত্রসন্তান হয়।

বিদু। না মদলেখা আমার মাতা খাস রাণীকে ও কথা বলিসনে তাহলে তিনি কি মনে করবেন। (বলিয়া অঞ্চল ধারণ)।

মদ। না বলবনা আর ও ঠাট্টা কর না—আরও বলব যে বলছিল যেন বছুর বছর এমনি একটি একটি বে হয়।

বিদু। তুই আবার তা কেমন করে শুনলি তোর পায় ধরি বলিসনে (চরণে পতন)।

রাজা ও কঞ্চুকির প্রবেশ।

রাজা। এ কি হে বয়স্য মদলেখার পায়ে ধচ্চ কেন?

বিদু। (অসব্যস্ত হইয়া) না মহারাজ! এই বলি—এই সকল বস্ত্র ও অলঙ্কার আর একটি ভাল মিষ্টান্ন রাজ্ঞী ব্রহ্মণীকে দিয়ে ছিলেন তা আমি সেটি দেখতে দেখতে আমার মাথা খেয়ে ভুলে খেয়ে ফেলোম

তাই আর একটা চাইলেম ও দিতে চায় না, তাই পায়ে ধচ্চি, তা মহারাজ আপনার বাড়িতে পায়ে ধল্যে কি এই বৈশাখ মাসের দিনে একটা মণ্ডা পাওয়া যায় না, আমি বিত্তও চাইনে ভূমিও চাইনে, আমি ভোজন প্রিয় গোস্বামীর শিশ্য কেবল পেট ভরে খেতে চাই, এমন আনন্দের দিন তাও যদি পাওয়া যায় না তবে বেঁচে সুখ কি।

রাজা। (গায়ে হস্ত দিয়া) সখে তার জন্যেই বা তোমার এত করত্তে হবে কেন আমার কোষাগার দ্বার তো তোমার প্রতি দিবা নিশিই খোলা আছে।

বিদূ। মহারাজ! ও কথা বলেন মিছে, যে এক সিংহরেশে কোষাদ্ধক্ষ রেখেচেন বেটার ঘাড় যেন বেঁকেই রয়েচে।

রাজা। সখে এখন ক্ষান্ত হও আমার ঘাট হয়েচে যে তোমাকে জিজ্ঞাসা করেচি, আজ অবধি তোমার যখন যাহা লইতে ইচ্ছা যাবে তুমি আপনার হস্তে গ্রহণ করো কাহারও নিকট অনুমতি লইতে বা যাচ্ঞা করিতে হবে না এখন এখানে আমাদের কিঞ্চিৎ কালের জন্যে উপবেশন করিতে হবে সকল রাজারা আশ্চেন, মদলেখা তুমি অন্তঃপুরে যাও উষাকে শীঘ্র সভায় আস্তে হবে।

মদ। যে আজ্ঞা, আমি চলেম।

[মদলেখার প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ! এ গুলন ব্রাহ্মণীকে দিয়ে আসি, সে যে বিয়ে দেখতে আসবার জন্যে ধড়ফড় কচ্চে।

রাজা। আচ্ছা তোমার আর যেতে হবে না আমি পাঠিয়ে দিচ্চি, কঞ্চুকি এই সকল সামগ্রি কোন লোক দিয়ে বয়স্যের বাটীতে পাঠায়ে দেও।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ! (কঞ্চুকী থাল গ্রহণ)

বিদূ। দেখ বাপু ভাল লোকদিয়ে পাঠিয়ে দিও যেন লা-ভের গুড় পীপীড়ায় খায় না।

রাজা। তোমার ভারি অসন্তোষ মন দেখতে পাই যে, লয়ে যেতে যেতে তোমার ধন কে হরণ করবে?

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

বিদূ। তোমার লোকেদেরও পায়ে দণ্ডবৎ তাদের অসাদ্ধ কর্ম্ম নাই (নেপথ্যে ভেরীধ্বনী) (বিদূষক চমৎকৃত হইয়া) একি আবার যুদ্ধ উপস্থিত নাকি মহারাজ! সত্ত্বর হন এ কি সর্ব্বনাশ।

রাজা। সাহস হীন পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষাও অধম বয়স্য তোমাকে কেন পরমেশ্বর পুরুষ করে ছিলেন। অন্তঃপুর বাসিনী কামিনীগণ অপেক্ষাও যে তুমি ভয়শীল হলে।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। মহারাজ! দ্বারকাধিপতি স্বগণ সমভারে রাজপুরে প্রবেশ কল্যোন অনুমতি হইলে সভায় আগমন করেন

রাজা। চল আমরা সকলে অভ্যর্থনা করে আনি'গে।

[সকলের প্রস্থানোন্মুখ।

শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও অন্যান্ন পরিজনের প্রবেশ।

রাজা। আসিতে আজ্ঞা হয়, আসিতে আজ্ঞা হয়, আজ আমার জন্ম সফল ও ক্রিয়া সফল হল। এই উপস্থিত বিগ্রহে যদিও আমার অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ দর্প চূর্ণ হল তথাপি আমার এ সুখ রাখিবার আর স্থান নাই, যেহেতুক বহু পুণ্যে যাঁহাদিগের দর্শন পাবার কোন সম্ভাবনা নাই তাঁহাদিগকে অনায়াসে গৃহে বসে পেলেম, আবার তত্যধিক সুখের বিষয় এই যে আপনাদিগের সঙ্গে চিরজীবনের মতন সম্বন্ধ স্থাপন হল।

বিদূ। মহারাজ! কোন একটা ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গমকে যেমন পিঞ্জরে বদ্ধ করে রাখ্‌লে যদি তাহার স্বজাতিরা এসে বলে আয় আমাদের সঙ্গে উড়ে পালাই, সে কহে না ভাই আমি বড় সুখে আছি কোথাও যাব না, আপনারও সুখ সেই প্রকার।

কোটাল ও রক্ষকদ্বয় অনিরুদ্ধকে লইয়া প্রবেশ।

রাজা। এস এস বাপু আমি তোমাকে না জাস্তে পেরে অনেক যাতনা দিয়েছি তাতে আমার অপরাধ গ্রহণ কর না আগে যদি তোমার পরিচয় পেতেম তাঁহলে কি এমন হয়।

অনি। (স্বগত) হা অদৃষ্ট আমায় এই বেশে পিতামহের নিকট উপস্থিত হতে হল।

রাজা। এস বাছা আমার পাশে এসে বস। (অনিরুদ্ধ উপবিষ্ঠ) কঞ্চুকি উষাকে কেউ আন্তে গেছে।

কঞ্চু। মহারাজ! এই আমি চল্লোম তিনি আগত প্রায়।

[কঞ্চুকির প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ! আমি যাব কি?

রাজা। না তোমায় যেতে হবে না এত আর ফলার নয় যে তুমি আগে যাবে।

বিদূ। আজ্ঞে না তবে কি না আমি গেলে রাণীকে সুদ্ধ-ডেকে আন্তেম।

রাজা। যদিও এ আহ্লাদের বিষয় বটে তথাপি রাণীর আসবার কোন আবশ্যক নাই।

বিদূ। আবশ্যক নাই এমন কথা বলেন মহারাজ! তিনি যদি অভিমান করেন?

রাজা। অভিমান করবেন কেন?

বিদূ। রাজকুমারীর দুবার বে হল আর তাঁর—

রাজা। (মৃদু হাস্য) দুর বাতুল।

বল। মহারাজ! আপনার বয়স্য অতিশয় রহস্য প্রিয়।

রাজা। আজ্ঞে সুদ্ধ রহস্য প্রিয় নয়, ভোজন প্রিয় রহস্য প্রিয় দুই।

বিদূ। আমাদের মহারাজও কম নন, ভ্রমণ প্রিয়, যুদ্ধ প্রিয়, রাজ্যপ্রিয়, সুন্দ্যাতিপ্রিয়, আরও কত কি প্রিয়।

রাজা। চুপ কর আর তোমার বাক্য ব্যয়ে কাজ নাই।

সংগীত করিতে২ নারদের প্রবেশ।

রাগ ছায়ানট, তাল ধামার।

নার। কেন রে অবোধ মন ভজনারে তাঁয়।
ভবে এলে যাহার কৃপায়॥
পিতা মাতা পরিজন, কেহ রে নহে আপন,
জীবনান্তে রহিবে কোথায়।
কিন্তু সেই নিরঞ্জন, করি কর প্রসারণ,
কোলে তুলে লইবে তোমায়॥

রাজা। (দণ্ডায়মান হইয়া) আসিতে আজ্ঞা হয়, অভিবাদন করি, আজ কি শুভদিন যে আমার কপাল হতে আপনারও পদধুলি পড়ল, তবে মহাশয় এত দিনের পর অধিনের প্রতি কি মনে করে এত দয়া হল।

নার। বিলক্ষণ মহারাজ! চুপি চুপি মেয়ের বিয়ে দিচ্চেন ঘটকালি টে কি ফাকি দেবেন মনে কচ্চেন, এ বামন ছাড়বার নয়।

বিদূ। ও বাবা ইনি যে আমার চেয়েও দেখ্‌তে পাই, হবে না কেন আমাদেরি জাত কি না।

রাজা। মহাশয় সে কি প্রকার? তবে আপনিই এ বিবাহের ঘটক ছিলেন না কি।

নার। ছিলেম কি না চিত্রলেখাকে জিজ্ঞাসা কর। (অনি-

রুদ্ধকে জিজ্ঞাস) কেমন বাপু অনিরুদ্ধ তোমাকে আমি কারাগারে বলে গিয়ে ছিলাম কি না ?—এখন যে বড় কথা কও না, সময় পেয়েছ বুঝি তাহবে না কেন লোকে কথায় বলে " বে ফুরুলে ছালনায় লাথি " তা আজ কি নতুন।

প্রথ। (একদিগে দ্বিতিয়ের প্রতি) ভাই এখন আমার দশা কি হবে যারে চোর বলে মেরে চি সেই মহারাজের জামাই হল, যুদ্ধের সময় যেন লুকিয়ে বেঁচে গেছি এখন কেমন করে এড়াব, মহারাজ যখন যৌতুক দিতে চাইবেন তখন যদি বলে আর আমি কিছু চাইনে ঐ দূত বেটার মাথা টা চাই তখন আমায় কে রাখবে।

দ্বিতী। তুই কি পাগল হয়েচিস ওঁর কি তাই মনে আছে।

প্রথ। মনে আবার নেই, ভাই হে ! বড় লোককে চেনাই ভার কখন কি করে বসে তা কি বলবার যো আছে। ঐ দেখ্ আমার দিগে চেয়ে দেখ্‌চে রে, আমি তোর আড়ালে বেকেচুরে লুকিয়ে থাকি তাহলে চিন্তে পারবে না। (বিকটাকার দণ্ডায়মান হইয়া ঈশদ্দৃষ্টি করিতে২) বেটার কি চাউনি দেখেচ যেন খেতে আশ্চে, না বাপু আর ওদিক পানে চাব না, তাহলে চিন্তে পারবে।

চিত্রলেখা, মদলেখা, লবঙ্গিকা, ও উষার প্রবেশ।

এই যে নবরঙ্গিনীরে এলেন।

চিত্র। প্রিয় সখী ঐ দেখ তোমার গুরুজন সকলে বসে রয়েচেন ঐ খানে গিয়ে প্রণাম কর।

উষা। সখী আমি কেমন করে যাব একে কুলকামিনী, তায় গর্ভবতী, আবার তার উপরে এই সকল ঘটনা ঘটেচে, এখন কেমন করে গে দাড়াব।

মদ। আঃ প্রিয়সখী এখন আর তা ভাবলে কি হবে বল যাহয়ে গেছে তাত আর ফেরবার নয়।

উষা। (স্বগত) বিধি! এখনো তোরে বিশ্বাস নাই, কপালে আরও কি আছে বলা যায় না।

নার। মহারাজ! এই ত চিত্রলেখা এল জিজ্ঞাসা করুন দেখি।

চিত্র। (উষা ও মদলেখার প্রতি) সর্ব্বনাশ কল্যো! মহর্ষি বুঝি আমার মাথা খেয়ে চেন সব মহারাজ কে বলে ফেলেচেন।

মদ। সখী মহারাজ! যাস্তে পাল্যেই বা ভাবনা কি, আর যাস্তে কি বাকি আছে।

নার। কেমন চিত্রলেখা তোমাকে অনিরুদ্ধের আনবার উপায় কে বলে দিয়ে ছিল।

চিত্র। (গ্রীবাবনত) আজ্ঞে আপনিই এর মূল তার সন্দেহ কি।

রাজা। মহাশয় যদি সকলি বিদিত ছিলেন তবে কেন কৃপাকরে, এ দীনকে জ্ঞাত করেন নাই, তা হলে ত এত উপদ্রব ঘটত না।

বল। দন্দই মহর্ষির উদ্দেশ্য তা উনি বলবেন কেন আপনাকে বল্যেত আর ওঁর অভিষ্ট সিদ্ধি হয় না।

রাজা। আপনারা যে আমার প্রতি ক্রদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন তাতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি, এক্ষণে অনুমতি হলে আপনাদের সাক্ষাতে জামাতা হস্তে কন্যা সমর্পণ করি।

বল। আপনার যাহা অভিরুচি।

রাজা। (অনিরুদ্ধের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) বাছা আমার কিছু বলে অর্পণ করা বাহুল্য দেখ যেমন উভয়ে ইচ্ছানুসারে বিবাহ করেচ যেন সদত যত্ন কর আমাকে অনুতাপ না পেতে হয় (উষার প্রতি) মা তোমার যেন পতি এবং গুরুজনের সুশ্রুষায় মন থাকে, মা, মহর্ষিকে প্রণাম কর।

নার। (উষা প্রণাম করিলে) বাছা দিগ্বিজয়ী পুত্র লাভ কর।

রাজা। বিদূষক ব্রাহ্মণকে প্রণাম কর। (উষার প্রণাম)

বিদূ। আমি কি আর আশীর্ব্বাদ করব সদা ব্রাহ্মণ ভোজনে মতি থাকে।

রাজা। মা! মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ বলদেব এঁরা তোমার পরম গুরু এঁদের প্রণাম কর। (উষার প্রণাম)

বল। মা! চির সধবা হয়ে থাক।

বিদূ। ভাল কথা মনে পড়েচে, দেখ রাজকন্যে সুকুমার প্রসব হলে যেন গরিব ব্রাহ্মণকে ভুলে থেকনা শু-

নেছি দ্বারকায় ভাল মিষ্টান্ন হয় মনে করে পাঠিয়ে দিও।

বল। মহারাজ! অনুমতি হয় ত এক্ষণে আমরা বিদায় হই, বৃদ্ধ পিতা মাতাও অন্যান্যপরিজন অতিশয় উদ্বিগ্ন আছেন।

বহু পুণ্য ব্যতিরেকে যাহাদিগের দর্শন পাওয়া দুর্লভ, ইচ্ছাপূর্ব্বক কি তাঁহাদিগকে বিদায় দেওয়া যায়।

[সকলের প্রস্থান।

নটীর প্রবেশ।

নটী। রাগিণী খাম্বাজ, তাল আড়াঠেকা।

প্রেম হেমহার জার গলদেশে আছে।
ভুভার কি ছার নাথ তাহার কাছে।।
অবলা কামিনীচয়, সদা মনে করে ভয়,
সুখসাদে সাধে বাদ, বিচ্ছেদ পাছে।
কিন্তু দেখি অপরূপ, বিচ্ছেদ প্রেমেরকুপ,
উভয় সম্ভোগ বিনা, প্রণয় মিছে।।

সমাপ্ত।